পাক-আই এস আই পরিকল্পিত ছায়াযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারত কতটা প্রস্তুত?
— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

হায়দরাবাদের গবেষক ছাত্রের আত্মহত্যায় প্রধানমন্ত্রীর দুঃখপ্রকাশকেও তাচ্ছিল্য করল মোদী-বিরোধীরা
— পৃঃ ২৭

৬৮ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।। ২৪ মাঘ - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

সৌরশক্তিকে কতটা কাজে লাগাচ্ছে সরকার?

- আগামী এক বছরে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও গবেষণার কাজে এক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে কেন্দ্র সরকার।
- উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে ২০২০ সালের মধ্যে দশ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ২৪ মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৮ ফেব্রুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

প্রচারের জোরে টক আমড়াও ল্যাংড়া আম হয়ে যায়, অথচ প্রচারে বিমুখ বিজেপি □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : কী আনন্দ! সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যবিমা করে দেবেন দিদি, বিনে পয়সায় □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

পাক-আই এস আই পরিকল্পিত ছায়াযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারত কতটা প্রস্তুত? □ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) □ ১২

অপ্রচলিত শক্তি : লক্ষ্যের থেকে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৪

'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম' □ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৬

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী □ মাধবী ভট্টাচার্য □ ২১

তুমি হিন্দু, এতে প্রাদেশিকতা নাই, গণ্ডী নাই : ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র □ ২৩

হায়দরাবাদের গবেষক ছাত্রের আত্মহত্যায় প্রধানমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশকেও তাচ্ছিল্য করল মোদী বিরোধীরা □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

হায়দরাবাদের গবেষক ছাত্রের আত্মহত্যা নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি □ দেবব্রত ঘোষ □ ২৯

'সেকুলার' বিজ্ঞানীদের দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামি আবারও প্রকাশ্যে □ ৩০

এক অভিনব ভারত পরিক্রমা □ রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □ অন্যরকম : ৩৩ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারত গঠনে অনাবাসী ভারতীয়রা

বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁরা উৎকর্ষ দেখিয়ে চলেছেন। বিশ্বের যে দেশেই তাঁরা থাকুন, সেখানে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে প্রমাণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ তৈরি করেছেন। বিশ্বের যে প্রান্তেই গেছেন, পেয়েছেন আন্তরিক অভ্যর্থনা। এবারে এইসব ভারতীয় বংশোদ্ভব তথা অনাবাসী ভারতীয়দের বিষয় নিয়েই লিখেছেন দিব্যজ্যোতি চৌধুরী।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘আমি হিন্দু’

প্রকাশ্যে নিজেকে হিন্দু বলিতে এখন অনেকের মনেই ভীতির সঞ্চার হইতেছে। হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষে হিন্দুরাই এখন আতঙ্কিত। এই দেশে কিংবা এই রাজ্যে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা সহিষ্ণুতার নামে যাহা চলিতেছে তাহা আসলে হিন্দুদের উপর আক্রমণ। খুব দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ঘরের কাছেই হাওড়ার পাঁচলা, বাঁকড়া, হুগলীর চণ্ডীতলা, উত্তর ২৪ পরগনা বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে কোনো গ্রামে যাইলেই বুঝিতে পারা যাইবে হিন্দুরা কতটা আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। মুর্শিদাবাদের জেলাশহর খোদ বহরমপুরেই হিন্দুর শঙ্খধ্বনি পূজা-আচার নিষিদ্ধ। হিন্দুবাড়ির মেয়ে-বৌরা নিজেদের মান বাঁচাইতে গৃহবন্দী। যে সংস্থাটির শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ আলো করিয়া প্রবচন দেন, সেই সংস্থাটিরই বেলডাঙা আশ্রম এবং তাহার অধ্যক্ষ জঙ্গিদের আক্রমণের নিশানায়। মুখ্যমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই অনুষ্ঠানে ‘হিন্দুধর্ম বিশ্বধর্ম’ বলিয়াছেন, অথচ তাঁহারই রাজ্যে হিন্দুত্বেই আপত্তি। মুখ্যমন্ত্রী যেদিন বলিয়াছেন, ‘হিন্দুধর্ম সর্বজনীন ধর্ম। বিশ্বধর্ম। এই ধর্ম সবাইকে আশ্রয় দেওয়ার কথা বলে’, সেইদিনই তাঁহার রাজত্বের বীজপুর থানার ইন্সপেক্টর জে ইসমাইল কাঁচরাপাড়ায় হিন্দুত্বে আপত্তি জানাইয়া একটি সভা বন্ধ করিয়া দেন। অথচ হিন্দুদের ভাবনাই হলো হিন্দুত্ব। হিন্দুদের ভাবনায় ভারতবর্ষ শুধু তাহাদের মাতৃভূমি নয়, পুণ্যভূমিও। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়—এদেশের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। তাই হিন্দুত্বই এদেশের পরিচিতি। ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান। গো, গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী ও গুরু—হিন্দুদের ভাবনায়, জীবনাচরণে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। হিন্দুরা নারীজাতিকে মাতৃজ্ঞানেই দেখিতে অভ্যস্ত। আজ হিন্দুদের এই শ্রদ্ধাবিন্দুগুলিকে আঘাত করা হইতেছে। কামদুনি কাকদ্বীপ হইতে কালিয়াচক ইহার প্রমাণ। এই দেশের ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিক ও তাহাদের প্রসাদভোজী ‘সেকুলার’ বুদ্ধিজীবীর দল এই আক্রমণকে মদত দিয়া চলিতেছে। কাঁচড়াপাড়ার ঘটনার দুই দিন পূর্বে হুগলীর চণ্ডীতলায় এক পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সংঘর্ষের ঘটনায় হিন্দু গৃহস্থ বাড়ির মন্দির ঠাকুরঘর পর্যন্ত ভাঙিয়া দিয়াছে ইসমাইলের সহকর্মীরা। মালদার কালিয়াচকে যখন হাজার হাজার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এক হইয়া সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল তখন এই ইসমাইলের সহকর্মীদের ভূমিকা মানুষ দেখিয়াছে। মানুষ দেখিয়াছে ক্যানিং, দেগঙ্গা, নলিয়াখালিতে পুলিশের ভূমিকা। কামদুনির গণধর্ষণ কাণ্ডে ফাঁসির আসামিদের মানুষ দেখিতেছে; মানুষ দেখিতেছে রাজ্যে খুন ধর্ষণের আসামি কাহারা। মালদায় জালনোটের আসামি, খাগড়াগড়ের আসামিদের মানুষ চিনিয়াছে। ইহার পরেও হিন্দুরা আতঙ্কিত হইলে অবাক হইবার কিছু নাই। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ভোটে জেতা সরকার যখন সংখ্যালঘু তকমায় ভূষিত অপরাধীকে সমর্থন করিয়া বসে তখন মানুষকে আতঙ্কিত হইতেই হয়। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের যে দুর্দশা এই দেশে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দুর্দশার সহিত তাহার তফাত কোথায়? আজ দেশে সহিষ্ণুতার নামে যাহা চলিতেছে তাহা ভোটের লোভে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন বইকি। আর এই কারণেই হিন্দি সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেতা অনুপম খের আসল সত্যটি বলিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রী খের সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন, এখন যাহা পরিস্থিতি, তাহাতে প্রকাশ্যে নিজেকে হিন্দু বলিতেই ভয় করে। হিন্দুরা ভীতসন্ত্রস্ত হইলে তাহার পরিণাম কী হয় তাহার প্রমাণ কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও আমাদের এই বঙ্গ। জনসংখ্যাগত ভাবে যেখানেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু হইয়াছে, সেখানেই তাহারা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি হইতে উৎখাত হইয়া উদ্বাস্তু জীবনযাপনে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের পিতৃপুরুষের দেশ নিজেদের মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যে সঙ্ঘের শতবর্ষের মঞ্চে দাঁড়াইয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্মের জয়গান গাহিয়াছেন, সেই সঙ্ঘেরই প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু জাতিকে সগর্বে ‘আমি হিন্দু’ ‘আমি হিন্দু’ জপ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। তাই মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা করিবার জন্য, পরম্পরাগত শ্রদ্ধাবিন্দুগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য গর্বের সঙ্গেই বলিতে হইবে—আমি হিন্দু।

সুভাষিতম্

আপদ্গতং হসসি কিং দ্রাবিণান্ধমূঢ় লক্ষ্মীঃ স্থিরা ন ভবতীহ কিমত্র চিত্রম্।
কিং ত্বং ন পশ্যাসি ঘটান্ জলযন্ত্রচক্রে রিক্তা ভবন্তি ভরিতা ভরিতাশ্চ রিক্তাঃ।।

ওহে ধনান্ধ মূর্খ! বিপদ্গ্রস্তদের দেখে তুমি হাসছো কেন? এই পৃথিবীতে লক্ষ্মী স্থির থাকে না—এটাতে কী আশ্চর্য? জলযন্ত্রের ভর্তিপাত্র রিক্ত হতে থাকে আর রিক্ত পাত্র ভর্তি হতে থাকে—এটা কি তুমি জানো না?

নেহরু ঘনিষ্ঠের স্বীকারোক্তি : 'হারিয়ে কিংবা ধ্বংস' হয়েছিল নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নেতাজী অন্তর্ধানের পেছনে নেহরুর দীর্ঘ হাতের ছায়া ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। নেহরু-পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ মহম্মদ ইউনুস খোসলা কমিশনকে দেওয়া সাক্ষ্যে জানিয়েছিলেন যে নেতাজী- সংক্রান্ত বহু ফাইল হয় ধ্বংস করা হয়েছে কিংবা হারিয়ে গিয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি এ নিয়ে যে ফাইলগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতেই মিলেছে এই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি। এতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর এই স্পর্শকাতর নেতাজী-সংক্রান্ত তথ্যাদি তাঁর পরিবারের বিশ্বস্ত মহম্মদ ইউনুসের কাছে গচ্ছিত ছিল। তিনি তখন বিদেশ মন্ত্রকের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। খোসলা কমিশন তদন্তের কাজে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় ফাইলের খোঁজ করলে ইউনুস সটান তাঁদের জানিয়ে দেন 'ফাইলগুলি হারিয়ে গেছে কিংবা ধ্বংস করা হয়েছে।'

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমর গুহ পরবর্তীকালে দেশের বহু প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখে দাবি করেছিলেন 'ইচ্ছাকৃতভাবে' এই ফাইলগুলি হারিয়ে ফেলায় খোসলা কমিশনের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি তদন্ত প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। নেতাজীর অন্তর্ধান নিয়ে প্রদীপ বসুর বইতেও ইউনুস-কে অভিযুক্ত করা হয়েছে 'ফাইলগুলি গচ্ছিত রাখা ও ধ্বংস করে ফেলা'র অভিযোগে। ১৯৪৭ সালে জওহরলাল নেহরু ইউনুসকে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে সরাসরি যোগদান করান। তারপরে নেহরু-ঘনিষ্ঠতার সুবাদে অতি উচ্চপদস্থ আধিকারিকে পরিণত হন ইউনুস। কখনও তিনি কৌশলগত কারণে ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোনো দেশের রাষ্ট্রদূত কিংবা বিদেশ-মন্ত্রকের এমন কোনো দায়িত্বে থাকতেন যেখানে পুরো মন্ত্রকটাই তাঁর করতলগত থাকে, কখনও বা বিদেশি

শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত পদে থেকেছেন ইউনুস।

প্রদীপ বসু তাঁর বইতে 'প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের বিদেশমন্ত্রী' মহম্মদ ইউনুসের নাম উল্লেখ করেছেন, ফাইল নম্বর-সহ ১৯৫৩ সালের কিছু ফাইলের ক্ষেত্রে (যে ফাইলগুলি এখনও অপ্রকাশিত)। সাংসদ সমরগুহ ভারতের তিনজন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও, এইচ ডি দেবেগৌড়া ও অটলবিহারী বাজপেয়ীকে চিঠিতে লিখেছিলেন : 'ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ওয়াভেলের সরকার ও মাউন্টব্যাটেনের যাবতীয় গোপন রিপোর্ট নিজেদের হেপাজতে নেয় নেহরু সরকার। পণ্ডিতজী খুব ভালোভাবেই জানতেন নেতাজী সংক্রান্ত একটি গোপন নথি তার মধ্যে রয়েছে। অথচ শাহনাওয়াজ কমিশনের সামনে নেহরু সরকার কিছু সামান্য মামুলি ফাইলই হাজির করলো। পরে খোসলা কমিশনের সামনেও ইন্দিরা সরকার একই প্যাকেজে মোটামুটি ওই ফাইলগুলিই স্ক্রুটিনির জন্য আনলো। এই সব ফাইলগুলির সঙ্গে ছিল মাউন্টব্যাটেনের ডায়েরির কয়েকটি পাতা, ফিজির রিপোর্টের কিছু অংশ। সি এস ডি আই সি-র রিপোর্টের ভগ্নাংশও তাতে ছিল। কমিশনের সামনে অপ্রাসঙ্গিক কিছু কাগজপত্রও পেশ করা হয়েছিল। যদিও এইসব সরকারি কাগজপত্রের মধ্যে নেতাজী সংক্রান্ত ৪০টি ফাইলের খোঁজ মেলে যেগুলি হয় 'হারিয়ে গিয়েছে' কিংবা 'নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে'। এ সংক্রান্ত পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত ও অন্যান্য সরকারি ফাইল ইউনুসের কাছে ছিল।'

সমর গুহ তাঁর এই দীর্ঘ চিঠি তিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠালেও একমাত্র বাজপেয়ীর আমলেই এনিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা যায়, ১৯৯৯ সালে নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের সমাধানে মুখার্জি কমিশন গঠিত হওয়ায়। খোসলা কমিশনের সামনে দেওয়া সাক্ষ্যেই ওই গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি হারিয়ে ফেলা কিংবা ধ্বংস করে ফেলার কথা কবুল করেন ইউনুস। যদিও বিচারপতি খোসলার সাহস হয়নি তৎকালীন ইন্দিরা সরকারকে জিজ্ঞাসা করার যে ওই ফাইলগুলির কী হলো। ১৯৭৪ সালে বাণিজ্য সচিব হিসেবে অবসর নেওয়ার পর ইউনুস ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ট্রেড ফেয়ার অথরিটি অব্ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হন। তিনি মারা যান ২০০১ সালে। তাঁর ছেলে আদিল শাহরিয়র আমেরিকায় একটি বোমা বিস্ফোরণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ৩৫ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মার্কিন সফরের আগে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে ইউনুস-পুত্রকে মুক্ত করে দেন। শাহরিয়র ইন্দিরার পুত্রদ্বয় সঞ্জয় ও রাজীবের ছেলেবেলার বন্ধুও বটে। পরবর্তীকালে ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক গোপন ব্যবস্থার ফসল ইউনিয়ন-কার্বাইড কাণ্ডে অভিযুক্ত ওয়ারেন অ্যান্ডারসনের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন শাহরিয়র। সুতরাং ইউনুস-কাণ্ডের মাধ্যমে নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যে নেহরুর দীর্ঘ ছায়া আরও প্রলম্বিত হলো বলেই মনে করছেন গবেষকরা। ■

কাঁচরাপাড়ায় ধর্মজাগরণের সভা বন্ধ করে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মালদার কালিয়াচকের ঘটনার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাঙালি হিন্দুদের অসহনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরতে গত ৩০ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় ধর্মজাগরণ সমন্বয়ের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সভা চলাকালীনই সভা বন্ধ করে দিল পুলিশ। যদিও পুলিশের অনুমতি নিয়েই এই সভার আয়োজন করা হয়। এর ফলে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রশান্ত প্রামাণিক, জয়ন্ত ভৌমিক, বিশ্বজিৎ সরকার প্রমুখ। উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, প্রশান্তবাবু যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন বীজপুর থানার টহলরত একটি গাড়ি সভাস্থলের কাছে এসে দাঁড়ায়। সেই গাড়ি থেকে নেমে আসেন বীজপুর থানার ইনসপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশকর্মী জে ইসলাম। তিনি নিজেই মঞ্চে উঠে সভা বন্ধ করে দেন, সেই সঙ্গে মাইকের সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগও। গ্রেপ্তার করার হুমকিও দেন। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভায় বলেছেন, হিন্দুধর্ম বিশ্বধর্ম। কিন্তু তাঁর সরকারেরই প্রশাসন সেই হিন্দুত্বের প্রচারেই বাধা সৃষ্টি করছে।

ইংরেজি 'Sanskrit' বানান সংশোধনে উদ্যোগী ইউজিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইংরেজি 'Sanskrit' বানানের উপর থেকে বৃটিশ উচ্চারণ প্রভাব খর্ব করতে উদ্যোগী হলো দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ামক সংস্থা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন (ইউ জি সি)। গত দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই শব্দটি ভুলভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছিল। ইউ জি সি জানিয়েছে, সংস্কৃত শব্দটির ইংরেজি বানান হওয়া উচিত 'Samskrit'। নিয়ামক সংস্থা সূত্রের খবর, ১৩ জন সদস্যবিশিষ্ট প্যানেলে সকলের সম্মতিক্রমেই ওই বানান সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমিটির প্রধান প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মনে করেন, ইংরেজি 'n' অক্ষরটি সংস্কৃত 'অনুস্বার'-এর সমগোত্রীয় নয়। জ্ঞানপীঠ পদক প্রাপ্ত সত্যব্রত শাস্ত্রী মনে করেন যে সংস্কৃত শব্দটির সঠিক ইংরেজি বানান হওয়া উচিত 'Samskrita'। আলোচ্য শব্দটিতে তিনটি অংশ রয়েছে— 'Sam' (পদান্বয়ী বা সম্বন্ধসূচক অব্যয়, preposition), 'kr' (মূল, root), 'ta' (অনুসর্গ, suffix) এবং 'Sam' ও 'kr' এর মধ্যস্থ 's' ব্যবহৃত হয় পরিমার্জন (refinement) অর্থে। সংস্কৃত শব্দের ইংরেজি বানান পরিবর্তনের সমর্থন জানিয়েছেন দিল্লী, পাটনা-সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপকগণ।

গঙ্গাকে নির্মল করতে কেন্দ্রের ৮ মন্ত্রকের একযোগে কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জাতীয় নদী গঙ্গার জলকে সারা বছর ধরে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে প্রবাহিত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে একযোগে কাজ করার জন্য একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের উদ্যোগে কমপক্ষে তিন বছরের মধ্যে গঙ্গার জলধারাকে নির্মল করতে সাতটি মন্ত্রকের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেমন চামড়া (ট্যানারি), কেমিক্যাল, ফার্মা ও টেক্সটাইল শিল্প থেকে যে দূষণ সৃষ্টি হয়, তার প্রতিরোধে দেশের আই আই টি-গুলি এমন প্রকল্প তৈরি করুক যাতে এইসব শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ কোনো ভাবেই (জি এল ডি) যেন নদীর জলে মিশতে না পারে। মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক এই বিষয়টি দেখভাল করবে। এরকমই জাহাজ, পর্যটন, পানীয় জল ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককেও এই যৌথ উদ্যোগে সামিল করা হয়েছে। এই মন্ত্রকগুলির নির্মল গঙ্গা প্রকল্পের জন্য সরকার ২০১৫-২০২০-র জন্য ২০৫০০ কোটি টাকা ধার্য করেছে।

থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ক্রমতালিকায় চতুর্থ স্থানে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৯ জানুয়ারি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিঙ্ক ট্যাঙ্কস্ অ্যান্ড সিভিল সোসাইটিস্ প্রোগ্রামস্'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত গ্লোবাল গো অ্যান্ড থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনডেক্স-এর ২০১৫-র প্রকাশিত প্রতিবেদনে এক উল্লেখযোগ্য স্থানে ভারতের নাম উঠে এসেছে। ২৮০টি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক নামের ক্রমতালিকায় পঞ্চম থেকে চতুর্থ স্তরে উন্নীত হয়েছে ভারত। বিশ্বব্যাপী ৬,৪৮৬টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মার্কিন ব্রুকিংস্ ইন্সটিটিউশন। ১৭৫টি শীর্ষস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মধ্যে ভারতের ছ'টি সংস্থা রয়েছে— সেন্টার ফর সিভিল সোসাইটি, ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেসন্স, দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট, অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভস্। যদি মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্কস্গুলি তালিকাভুক্ত না করা হয়, তবে আরোও চারটি ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক প্রথম ১৭৫টি তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো— বুকিংস্ ইন্ডিয়া, গেটওয়ে হাউস-ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অন গ্লোবাল রিলেশনস্, ইউনাইটেড সার্ভিস ইনস্টিটিউশন অফ্ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন। অঞ্চল ভেদে, গবেষণার ক্ষেত্র এমনকী সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক-এর ক্রমতালিকা প্রস্তুত করা হয়।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

ড. আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালনে দূতাবাসগুলিরও উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী ব্যাপকভাবে পালন করতে মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী ১৪ এপ্রিল ড. আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মদিন। বর্ষব্যাপী এই জন্মোৎসব পালনের জন্য ইতিমধ্যেই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতি ড. আম্বেদকরের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার প্রচার ও সেই সূত্রে বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষত সামাজিক ন্যায় ও সমতায়ন মন্ত্রক এক ডজনেরও বেশি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গত বছর ২৬ নভেম্বরকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালন এই উদ্যোগেরই একটি অঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাধ্যমে লন্ডনে আম্বেদকরের বাড়িতে একটি স্মারক ফলকের উন্মোচন অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ানোর দায়ে ১০ বছরের জেল পাকিস্তানে

উমর দ্রাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২২ বছরের উমর দ্রাজকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পাকিস্তানের আদালত। গত ২৬ জানুয়ারি অ্যাডিলেড ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির ৯০ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে উল্লসিত হয়ে বাড়ির ছাদে ভারতীয় দল এবং বিরাটের সমর্থনে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলেন তিনি। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ওকারা জেলায় পেশায় দর্জি উমরের বাড়ি। ভারতের পতাকা ওড়ানোর খবর চাউর হতেই পুলিশ তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির ছাদ থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা এবং বিরাটের পোস্টার বাজেয়াপ্ত করে। তড়িঘড়ি তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ বছরের জন্য শাস্তি ঘোষণা করে। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি দণ্ডবিধির ১২৩-এ ধারা ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ জনস্বার্থ আইন লঙ্ঘন করা। তবে এ ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নন উমর। তাঁর কাথায়, ‘‘আমি বিরাট কোহলির একনিষ্ঠ ভক্ত। কোহলির জন্যই আমি ভারতীয় দলকে সমর্থন করি। বাড়ির ছাদে ভারতের পতাকা তুলে বিরাটের প্রতি আমার সমর্থন প্রকাশ করেছি। আমি কোনো অপরাধ করিনি।’’

বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা নিয়ে রাহুল গান্ধী জাতপাতের রাজনীতিতে ইন্ধন

বিনয় বিদরে

জোগাচ্ছেন বলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অভিযোগ করেছে। রাহুল গান্ধীর এই গোপন অ্যাজেন্ডার বিরুদ্ধে বিদ্যার্থী পরিষদ দেশব্যাপী দু’দিন ধরে প্রতিবাদ জানাবে। পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনয় বিদরে বলেছেন, বিষয়টাকে দলিত এবং আদালতের মধ্যে যুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরা উচিত হবে না। বিদ্যার্থী পরিষদ মনে করে, ভেমুলা একজন বদেরা (vaddera) সম্প্রদায়ের মানুষ আর তাঁর সার্টিফিকেট থেকে জানা যাচ্ছে তিনি দলিত নন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের পর রাষ্ট্রীয় ইশাই মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুসলমানদের সংখ্যালঘু শ্রেণীভুক্ত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের থেকে কাল্পনিক ভয় উৎপন্ন করে রাষ্ট্রের মুখ্য ধারাতে মিলতে দেয়নি তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি। প্রকৃত দেশভক্ত মুসলমানরা ২০০২ সালে তাদের কু-মতলব বুঝতে পেরে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ (এম আর এম) গঠন করেন। ইতিমধ্যে এই সংগঠন সর্বভারতীয় রূপগ্রহণ করে ফেলেছে।

সূত্রের খবর, অনুরূপভাবে দেশভক্ত খৃষ্টানরাও আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি নয়া দিল্লীতে একটি বৈঠকে মিলিত হবেন। তাঁরা সেখানে ভাবনাচিন্তা করবেন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের মতো রাষ্ট্রীয় ইশাই মঞ্চ গঠনের ব্যাপারে। ইউনাইটেড খৃষ্টান ফোরাম (ইউ সি এফ) -এর আহ্বায়ক জন দয়াল ইতিমধ্যে বিভিন্ন খৃষ্টান সংগঠনের কাছে বৈঠকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বভাবতই খৃষ্টান সংগঠনগুলি বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত। ক্যাথলিক বিশপস্ কনফারেন্স অব ইন্ডিয়া (সিবিসিআই)-র মুখপাত্র ফাদার জ্ঞানপ্রকাহ টোপনো জানান, তাঁরা এখনো বৈঠকের আমন্ত্রণ পাননি, পেলে চিন্তাভাবনা করা হবে। জানা গেছে, বহু খৃষ্টান সংস্থার ১৫০ জনেরও বেশি যাজক ও ফাদার ১৩ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে যোগ দেবেন। দিল্লীর ফাদার সাবারি মুখু বৈঠকে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন।

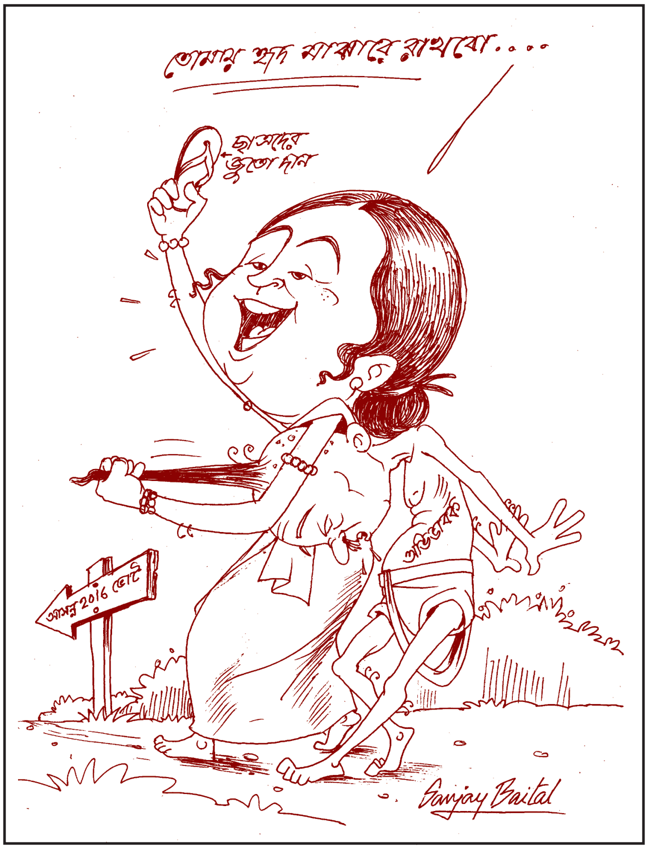

উবাচ

“নৌসেনার আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ইভেন্ট আয়োজন করা ভারতের জন্য গর্বের। ভারতের সামরিক ক্ষমতা ও বিশ্বের সামরিক ক্ষমতার সমন্বয়ের মঞ্চ। যৌথ মহড়ার মঞ্চ। একটি বিশাল সুযোগ... স্থলসীমান্ত আমাদের আলাদা করে দেয় কিন্তু সাগর আমাদের মিলিয়ে দেয়।”

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ নিয়ে ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে।

“ইউপিএ সরকারের আমলে ৯ জন দলিত আত্মহত্যা করেছিল। তখন কোথায় ছিলেন রাহুল গান্ধী?”

বেঙ্কাইয়া নাইডু
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্রদের অনশনে রাহুল গান্ধীর যোগদানের প্রসঙ্গে।

“যদি তুমি ভাল কাজ করো, তাহলে সেটাই করতে থাকো। আর যদি তুমি খারাপ কাজ করো, তবে আমরা সেটা করবো।”

আহমেদ জাভেদ
মুম্বাই পুলিশের বিদায়ী প্রধান

ট্যুইটারে মন্তব্য।

“পাঠানকোটের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে জঙ্গি হামলার ঘটনার প্রভাব পড়েছে ভারত-পাক শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়ায়। এই ঘটনা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে ফের প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।”

নওয়াজ শরিফ
পাক প্রধানমন্ত্রী

প্রচারের জোরে টক আমড়াও ল্যাংড়া আম হয়ে যায়, অথচ প্রচারে বিমুখ বিজেপি

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপি বরাবরই প্রচার বিমুখ। অথচ রাজনীতি এমনই একটি জগৎ যেখানে নিজের ঢাক নিজে না বাজালে অন্যরা বাজাবে এমনটা মনে করা নিছক বোকামি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনকল্যাণে অনেক ভাল কাজ করছে। কিন্তু প্রচার নেই। আর প্রচার নেই বলেই অপপ্রচারের সুযোগ করে দিচ্ছে। কারণ প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না। খারাপ লাগে যখন দেখি আমাদের রাজ্যে অতি তুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের পাতাজোড়া রঙিন বিজ্ঞাপন। তৃণমূল নেত্রীর ছবি। ছবিতে নেত্রীর হাসিমুখ দেখে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সত্যি সত্যি সোনার বাংলা হয়ে গেছে। রাজ্যে একজনও বেকার যুবক নেই। শিক্ষার হার ১০০ শতাংশ। সারা বছর উৎসবে মেতে আছে বাঙালি। এগুলি একটিও সত্যি নয়। তাতে কী হয়েছে। ভারতের অন্য রাজ্যের মানুষ এসে সরেজমিন তদন্ত করে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে আসছেন না। তাই তাঁরা ভাবেন মমতাজী পশ্চিমবঙ্গকে স্বর্গরাজ্য বানিয়ে দিয়েছেন। একবিংশ শতকে প্রচারের শক্তি মহিমা এতটাই বেশি। টক আমড়াকে খাঁটি বেনারসী ল্যাংড়া আম বানাতে পারে।

আমার অবাক লাগে আরও একটি বিষয়ে। জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী অসংখ্য পত্রপত্রিকা সারাদেশে প্রকাশিত হয়। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেইসব পত্রপত্রিকা সম্পর্কে সামান্যতম খবর রাখেন না। অথচ সেইসব পত্রিকা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছয় ডাক মারফত। বড় বড় খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক পত্রিকা শহরকেন্দ্রিক। কারণ, শহরের বিত্তবান বণিকেরাই বিজ্ঞাপন দেন। মালিকদের মোটা টাকা মুনাফা হয়। গ্রামের গরিবগুর্বো মানুষদের এই মালিকরা ধর্তব্যের মধ্যেই রাখেন না। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, গোপূজন ইত্যাদিকে বড় কাগজের মালিকেরা পাত্তাই দেন না। এসব গেরুয়া সংস্কৃতি। অতএব অবশ্য বর্জনীয়। সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির বার্তা শোনা যায় দেশের ছোট ছোট সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রপত্রিকায়। এরা এক শতাংশ সাহায্য পায় না কেন্দ্র বা রাজ্যের বিজেপি সরকারের কাছে দিল্লীর বিজেপি মন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন সেখানের বড় বড় ইংরেজি এবং হিন্দি কাগজে প্রচার হলেই সারা দেশের মানুষ জানবে এবং ধন্য ধন্য করবে।

গূঢ় পুরুষের

কলম

ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। সেইসব গ্রামে কত কপি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান টাইমস বা কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ বিক্রি হয়? ছোট ছোট পত্রপত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকরাই প্রকৃত অর্থে ভারতীয় সাংবাদিকতার আদর্শ ও ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছেন। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে খ্যাতনামা সম্পাদক-সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ২০০১ সালে তাঁর তখনকার কাগজের মালিকের নির্দেশে কংগ্রেস এবং তৃণমূল দলের জোট বন্ধনের জন্য দালালি করেছিলেন। ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষায় বড় বড় কাগজের মালিকরা কতটা নিচে নামতে পারে এটি তার একটি নমুনা মাত্র। এরাই ক্ষমতা ফলিয়ে আজ সাংবাদিকদের দালালে পরিণত করেছে।

ছোট বা আর্থিকভাবে দুর্বল অথচ আদর্শবাদী, জাতীয়তাবাদী সংবাদমাধ্যম ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের নেকনজরে থাকে না। জাতীয়তাবাদী, বহুভাষী সংবাদসংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকার সুবাদে আমি দেখেছি রাজ্য বিজেপির বড় ছোট নেতারা সমাচারের প্রতিনিধিদের বিশেষ পাত্তাই দিতেন না। তাঁদের কাছে আনন্দবাজার, বর্তমান, এই সময়, সংবাদ প্রতিদিনের সাংবাদিকদের আলাদা খাতির ছিল। কারণ, তাঁরা গোরক্ষা, অনুপ্রবেশ, সংখ্যালঘু তোষণ ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেন না। হিন্দুস্থান সমাচার দেশের ছোট ছোট সংবাদপত্রকে খবর সরবরাহ করে। তাই তাদের পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন বা দায় রাজ্য বিজেপির নেই।

একটা কথা বিজেপি নেতৃত্বকে বুঝতেই হবে যে মোদী সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সাফল্যর খতিয়ান জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। যেমন, প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনার প্রথম বছরেই সারাদেশে ১৫ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জীবন বীমা এবং পেনসন। তারপর কি হলো? মানুষ জানতে চায়। কালো টাকা উদ্ধারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। প্রথম বছরেই বিদেশে একটি ব্যাঙ্কে রাখা কালো টাকার ৭৮২ জন মালিকের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর পাওয়া যায়। তারপর কী হলো? ঘরে ফেরা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গৃহ নির্মাণের জন্য পরিবার পিছু ২০ লক্ষ টাকা কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে। সেই আর্থিক সাহায্য তাঁরা কি পেয়েছেন? পেলে কতজন পণ্ডিত পরিবার পেয়েছেন? দেশের মানুষ জানতে চায়। বারাণসী থেকে কলকাতা পর্যন্ত জলপথ পরিবহণে কেন্দ্র ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই কাজের অগ্রগতির মূল্যায়ন মানুষ জানতে চায়। রান্নার গ্যাসের সাবসিডি সরাসরি গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখন জমা পড়ছে। এতে উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কৃষকদের সস্তাদরে সার দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিজেপি নেতাদের নেকনজরে থাকা বড় বড় কাগজ এবং টেলিভিশন চ্যানেলে কোনো খবরই দেওয়া হয় না। মোদী সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্যের কমপক্ষে ২০টি উদাহরণ আমি দিতে পারি। কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার মন্ত্রকের কাছে এর থেকে অনেক বেশি উদাহরণ আছে। সেইসব সাফল্যের কাহিনি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার দায়িত্বটা কি মন্ত্রকের নয়? সারা দেশজুড়ে একটা সময়ে মোদী ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ের বেগ এখন অনেকটাই কম। কারণ, একটাই। বিজেপির প্রচার বিমুখতা। ভুললে চলবে না যে দেশের মানুষ জানতে চায়। সঠিক তথ্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। জনমতের ঝড় তুলতে সাফল্যের প্রচার প্রয়োজন। ■

কী আনন্দ! সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যবিমা করে দেবেন দিদি, বিনে পয়সায়

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,

আপনার জয় হোক। ভোট আসছে। তাই আপনি এখন কল্পতরু। বলছে নিন্দুকরা। আমি বলি, যে যাই বলুক আপনি চালিয়ে যান দিদি। ভোট আসছে বলেই হোক বা অন্য কারণে সবাই তো কিছু কিছু পাচ্ছে।

এই যেমন আপনি সাইকেল বিলি করছেন। স্কুলে স্কুলে সাইকেল বিলি। ভোটের আগে শহরে গ্রামে উৎসব লেগে গেছে। সাইকেল উৎসব। প্রথম গরিবদের দিচ্ছিলেন। কিন্তু পরে দেখলেন— ভোটের তো শুধু গরিব নয়, বড় লোক, মাঝারি লোক এরাও তো ভোটার। সুতরাং সবাইকে সাইকেল। নীল সাদা ম্যাচিং ম্যাচিং সাইকেল। সব স্কুল অবশ্য পায়নি। সিপিএম পরিচালিত স্কুলে না দিয়ে ভালই করেছেন। তবে ওরা আবার ছাত্রছাত্রীদের এ নিয়ে উসকাচ্ছে। শিলিগুড়ি- সহ কয়েকটা জায়গায় পথ অবরোধ ইত্যাদি করিয়েছে।

কিন্তু আপনি দমবেন না দিদি। সাইকেল বিলি করে যান। যারা পাচ্ছে তারা ভোটার নয়। কিন্তু ওদের বাবা-মা ভোটার। আর সাইকেলে তো নাম লেখা থাকছে না। তাই বাবা-মা সবাই চালাচ্ছে। যাদের সাইকেল কেনার ক্ষমতা আছে তারাও পাচ্ছে। যাদের আগে থেকে সাইকেল আছে তারাও পাচ্ছে। ফলে সরকারি সাইকেল সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রির বাজারও রমরমা। কে বলেছে রাজ্যে শিল্প নেই। রাজ্যে ব্যবসা হয় না। এই তো বেশ সাইকেল ব্যবসা চলছে।

কেউ কেউ বলছে সাইকেল শিল্পের উন্নতিও হচ্ছে। কিন্তু এত সাইকেল কোন সংস্থা উৎপাদন করছে এবং সরকারকে বিক্রি করছে তার পরিচয়টা জানতে ইচ্ছা করছে। সরকারি গোপন কথা আপনি নাও জানাতে পারেন। কিন্তু বড্ড জানতে ইচ্ছা করছে।

যাই হোক দিদি, এই কথা লিখতে এই চিঠির অবতারণা নয়। এই চিঠি আপনাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। আপনি সাংবাদিকদের জন্য সরকারি খরচে স্বাস্থ্যবিমা চালু করছেন শুনে মনটা আহ্লাদে ভরে গেল। কোন যোগ্যতায় পাব জানি না। এমনিতে সুচাকুরে হিসেবে যে বেতন পাই তাতে একটা গোটা পরিবারের স্বাস্থ্যবিমা করা আছে। আবার যে কোম্পানিতে চাকরি করি তারা চুক্তি মতো গোটা পরিবারের স্বাস্থ্যবিমা করে দিয়েছে। সেটা বেশ মোটা অঙ্কের। এবার তিন নম্বরটা হবে। ভাল জিনিস অবশ্য বেশি হলে খারাপ নয়। তার উপরে ফ্রি-র জিনিস সব সময় ভাল হয়।

কিন্তু দিদি এই বদান্যতা কেন আমাদের জন্য! যারা দিন আনি দিন খাই, অসুখ করলে বিনা চিকিৎসায় মরে তাদের জন্য তো সরকার এটা করতে পারত। দুঃস্থ সাংবাদিকদের জন্য করলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু আপনি সাম্যে বিশ্বাস রেখে ৫ হাজার থেকে ৫ লাখ বেতনের সব সাংবাদিকের জন্য একই নিয়ম চালু করেছেন। কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে আমাদের এত সুবিধা দেবেন কেন! রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বকেয়া পড়ে আছে। কিন্তু তারা কিছুই পাবে না। এমনকী এই রাজ্যে স্কুল-কলেজে যারা চাকরি করেন তাদের জন্যও কোনো স্বাস্থ্যবিমা চালু নেই।

এর আগে আপনি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন সব সাংবাদিকদের জন্য ট্রেনে পরিবার-সহ ভ্রমণে ৫০ শতাংশ টিকিটের দাম কমিয়ে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে বলেছেন, সরকারি বাসেও ভাড়া লাগবে না সাংবাদিকদের। সেটা এসি ভলভো বাসেও। পুজোর পরে ভাইফোঁটার আগে আগে ফি বছর আপনি ফ্যাব ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবি দেন মহাকরণ, নবান্ন, কালীঘাট, তপসিয়া তৃণমূল ভবনে নিয়মিত যাওয়া সাংবাদিকদের। কিন্তু কেন দিদি! কোন অভাবে!

বড় বড় সংস্থা সাংবাদিকদের খাদ্য পানীয় ছাড়াও সারা বছর এটা সেটা উপহার দিয়ে থাকে। আসলে সেগুলো উপঢৌকন। সাংবাদিকদের পরিভাষায় পোস্ত। দেওয়া হয় যাতে তাদের পক্ষে সবাই কলম ধরে। এবার আপনিও দেখছি সেই কর্পোরেট সরকার চালু করে দিলেন। ইতিমধ্যেই সাংবাদিকদের বিনা পয়সায় বা সস্তায় কলকাতায় ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রকল্পও ঘোষণা করেছেন।

নরেন্দ্র মোদী বলছেন, যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁরা সরকারি ভরতুকি ছেড়ে দিন। তাতে বেশ সাড়া পড়েছে। কিন্তু আপনি উল্টে যাদের আছে তাদের আরও আরও দেওয়ার পথ নিয়েছেন।

কিন্তু সব মাথা কি কেনা যাবে দিদি? দেখুন। চেষ্টা করে দেখুন। এই কলমচি সুযোগগুলো নিক না নিক আপনার এই মহানুভবতায় বিস্মিত। মনে মনে ভাবছি, ভাগ্যিস সাংবাদিক হয়েছিলাম।

— সুন্দর মৌলিক

পাক-আই এস আই পরিকল্পিত ছায়াযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারত কতটা প্রস্তুত?

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

যে কোনো রাষ্ট্রের ভারতের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী যথেষ্ট প্রস্তুত। চীনের বিরুদ্ধে কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান তেমন আক্রমণের দিকে না গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বহু বছর ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই যুদ্ধের প্রধান পরিচালক পাকিস্তানের আই এস আই। আর এই যুদ্ধের সৈন্যদল হিসাবে যুদ্ধ করছে পাকিস্তানের চরম কট্টরবাদী সন্ত্রাসবাদী দলগুলি। যেমন লস্কর-ই- তৈবা, জয়েস-ই-মুহম্মদ ইত্যাদি। তাদের জাফর সঈদ, আজহার মাসুদ লাকভি ইত্যাদি। এই সন্ত্রাসবাদী নেতারা বিশ্বকুখ্যাত। তারা পাকিস্তানে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব তাই আজ জানে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর এবং সন্ত্রাসবাদী দেশ। হাজার মাদ্রাসায় তালিবান প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তালিবান পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেছে এবং বহু সংখ্যায় সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদান করেছে। এক সময় প্রায় ১৩০টি শিবিরে তাদের অস্ত্র ও সামরিক বিদ্যার প্রশিক্ষণ চলত। এখন শোনা যায় ২০-২৫টি শিবিরে সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলে। এরাই পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধের সৈন্য বাহিনী। ভারত ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এদের ব্যবহার হয়। এছাড়া আছে হাক্কানি তালেবান। এরা আফগানিস্তানের নাগরিক। আই এস আই এদের আশ্রয়দাতা এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এদের ব্যবহার করে। এরাই পাকিস্তানে বাচাখান বিশ্ববিদ্যালয়ে আঘাত করেছে।

ভারতের বিরুদ্ধে এই ছায়াযুদ্ধই বর্তমানে চিন্তার কারণ। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদ্দিন। কাশ্মীর থেকে তরুণ যুবকদের অর্থের লোভ দেখিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে মগজধোলাই করে কট্টর ভারত বিরোধী মুজাহিদ তৈরি করে ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধে এদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের নেতা সৈয়দ সালহাউদ্দিন এতদিন লাহোরে ইউনাইটেড জেহাদি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়ে বসেছিল। এখন শোনা যায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মোজফ্‌ফরাবাদে তার মুখ্য দপ্তর খুলেছে।

সেই কারণে এই ছায়াযুদ্ধে ভারতের পুলিশ, সীমান্ত সুরক্ষা দল, গোয়েন্দা বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী সকলেই প্রতিরক্ষায় যুক্ত হয়েছে। যেসব সীমান্তে গোলাগুলি বিশেষ চলে না, সীমান্ত শান্ত, যেমন আন্তর্জাতিক সীমান্ত সেখানে বি এস এফ পাহারা দেয় আর নিয়ন্ত্রণ রেখায় সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব। যেমন কাশ্মীর ও চীনের সীমান্ত। অতএব এই ছায়াযুদ্ধের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর নয়, ভারতের সমস্ত সুরক্ষা দল, পুলিশ এবং গোয়েন্দা বাহিনী এক যোগে কাজ করে।

প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও সশস্ত্র অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সীমান্ত প্রহরীরা সেই অনুপ্রবেশের প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন। তা খবর হয় না। যখন কোনো একদল অনুপ্রবেশকারী সফল হয় এবং পাঠানকোটের মতো ঘটনা ঘটে তখনই খবর হয় এবং জনসাধারণের নজরে আসে। ভারতের অতি দীর্ঘ ভূ-সীমান্ত এবং

দীর্ঘ উপকূল অঞ্চল প্রহরাধীন রাখা সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও ফাঁক-ফোকর থেকে যায়, বিশেষ করে চোরাচালানকারী, মাদক চালানকারীরা ওইসব ফাঁক ফোকর খুঁজে নিয়ে তস্করি করে। ফলে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরাও সেই তথ্য পেয়ে যায় এবং সেগুলি ব্যবহার করে।

যখন কাশ্মীরের দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে অত্যধিক তুষারপাতের কারণে যাওয়া আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন জম্মুর রজৌরী, পুঞ্চ অথবা পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের সীমান্তও ব্যবহৃত হয়। প্রায় প্রত্যেকটি অনুপ্রবেশের ঘটনায় পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনী ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি ও নিকটবর্তী গ্রামগুলির উপর অজস্র গোলাগুলি বর্ষণ করে অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করে। বর্তমানে তেমন গোলাবারির ঘটনায় উপযুক্ত জবাব দেওয়ার অধিকার সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে।

এমতাবস্থায় শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীই নয়, সমস্ত সুরক্ষা ও গোয়েন্দা বাহিনীকেই সর্বদা সজাগ ও সীমান্তে তথা দেশের অভ্যন্তরে নজরদারি চালাতে হয়। কোথাও পাকিস্তানের চররা গোলাগুলি, অস্ত্র নির্মাণ করেছে, কোথাও জাল পাসপোর্ট প্রস্তুত করছে, কোথাও জালনোট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কোথাও গোয়েন্দা তথ্য পাচার করছে, কোথাও বা সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটাচ্ছে, ফলে সম্পূর্ণ সুরক্ষা বাহিনীকে প্রতিনিয়ত সীমান্ত এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রখর নজরদারি চালাতে হচ্ছে।

ভারতের মতো বিশাল রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিক গণতন্ত্রের সুযোগ ব্যবহার করেন এবং বহু জাতি, সম্প্রদায়, ভাষার একশো ত্রিশ কোটি মানুষের বাস। কাজটা যে অত্যন্ত কঠিন সহজেই অনুমেয়। ভারত অনেকটাই প্রস্তুত। তবুও প্রস্তুতির শেষ নেই। কাশ্মীর, পাঞ্জাব সীমান্তে প্রহরীর সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। ইলেকট্রনিক আধুনিক নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। নেপাল ও বাংলাদেশের সীমান্ত এখনও অনেকটা খোলা, সেগুলি অত্যন্ত আঁটোসাঁটো করতে হবে। প্রতিটি শহর ও গ্রামে নজরদারির ব্যবস্থা বহুগুণ বাড়াতে হবে। সর্বাধুনিক অস্ত্র, উপকরণ সমস্ত বাহিনীকে দিতে হবে। সীমান্তে প্রচুর রাস্তা নির্মাণ করতে হবে।

এই সমস্ত বিষয়টি অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ও গৃহ মন্ত্রণালয়ের অধীন সুরক্ষা বাজেট অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। এর অর্থ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থের যোগান কম করতে হবে, যেটা মোটেই কাম্য নয়। এই দু'টি প্রয়োজনই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে 'গরিবি হঠাও', অন্যদিকে 'রাষ্ট্রের সুরক্ষা'।

ভারত সরকারকে এই দু'টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বাজেট বানাতে হবে। এক কঠিন কাজ। ভারতের সামরিক বাহিনী কতটা প্রস্তুত, সেই হিসেব ছায়াযুদ্ধের ক্ষেত্রে খাটে না। সশস্ত্র রাষ্ট্র কতটা প্রস্তুত সেটাই প্রশ্ন। সাধারণ ভারতবাসীকেও এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের দিকে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে।

সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সর্বাধুনিক অস্ত্র উপকরণে সজ্জিত রাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে উপযুক্ত সংখ্যায় একটি পুলিশ বাহিনী প্রয়োজন যারা সন্ত্রাসবাদীদের বাধা দিতে পারবে এবং দুর্বল করে দিতে সক্ষম হবে।

২৬/১১-র পর থেকে উচ্চতম পুলিশ পরিচালকরা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেছেন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী পুলিশ বাহিনীর শক্তির সফল উন্নয়নের লক্ষ্যে। তাঁদের কাজে কিছুটা উৎকর্ষ দেখা গেলেও আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যেই এখন বিশেষ বাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমন মুম্বইয়ের 'ফোর্স ওয়ান'। কিন্তু যাঁরা প্রতিরোধে সবার আগে থাকবেন, যতক্ষণ বিশেষ বাহিনী এসে না পৌঁছায়, তাঁদের প্রশিক্ষণ এখনও সেই স্তরে উন্নত হয়নি। সেই কনস্টবলেরা বছরে হয়তো একবার রেঞ্জে ফায়ার করার সুযোগ পায়। এমনকী শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ বাহিনী, যেমন ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এন এস জি) তাদেরও কিছু কিছু দুর্বলতা পাঠানকোট কাণ্ডে দেখা গিয়েছে। ছয়জন সন্ত্রাসবাদীকে কোণঠাসা করেও তাদের নিকেশ করতে বহু সময় লেগেছে। সব শেষে গোয়েন্দা বিভাগ এবং 'র' (আর এ ডব্লুউ) প্রয়োজনীয় অর্থ এবং উপযুক্ত কর্মচারীদের অভাবে ভুগছে।

এমতাবস্থায় যারা সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিরোধের দায়িত্বে রয়েছে যেমন, পুলিশ, বি এস এফ এবং সামরিক বাহিনী তাদের এমন শক্তিশালী করতে হবে যাতে সন্ত্রাসবাদীরা অনুপ্রবেশ করার সময়ই নিহত হয়। জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত, নেপাল এবং বাংলাদেশ সীমান্তে অনেক বেশি সংখ্যায় নজরদারি বাড়াতে হবে এবং ইলেকট্রনিকস, থার্মাল ইত্যাদি নজরদারি কঠোর করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য টার্গেটগুলির নজরদারি সেখানে বসবাসকারী সকলের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, যেমন বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিমান ও নৌবাহিনীর ঘাঁটি, ইসরো ইত্যাদি।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর কাজের অডিট কেন্দ্রীয় সরকারকে মাঝে মাঝে করতে হবে। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পুলিশ, বি এস এফ, এন এস জি ইত্যাদি বাহিনীর সংযুক্ত মহড়া করার প্রয়োজনও রয়েছে। এই বিষয়গুলির উপর জোর দিলে বলা যাবে ভারত যে কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলা রুখতে প্রস্তুত। যদিও পাকিস্তান তেহরিক-ই-তালেবান সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা পর্যুদস্ত, তারা নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের টার্গেট করছে। কিন্তু লস্কর-ই-তৈবা, জয়েস-ই-মুহম্মদ আই এস আই এর নির্দেশে ভারতকে টার্গেট করতেই থাকবে। এটাই পাক সামরিক বাহিনী ও আই এস আই-এর ছায়াযুদ্ধের স্ট্রাটেজি। সেভাবেই ভারতকে প্রস্তুতি নিতে হবে। ▌

অপ্রচলিত শক্তি : লক্ষ্যের থেকে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

এরাজ্যে আইন থাকলেও সরকারের উদাসীনতায় তা নিষ্ক্রিয়। চাহিদার পরিমাণ যেখানে প্রতি বছর ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে শুধু প্রচলিত শক্তি ব্যবহারে বিদ্যুতের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না কোনো রাজ্যেরই। অথচ সরকারি অনুদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও একচুলও নড়েনি এরাজ্যের অপ্রচলিত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

নবকুমার ভট্টাচার্য

বঙ্গোপসাগরে দুর্গাদুয়ানি ক্রিকে একটি পাঁচ মেগাওয়াট ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট করা লক্ষ্যের চেয়ে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনে বেশ পিছিয়েই পশ্চিমবঙ্গ। দ্বাদশ পরিকল্পনাকালেও এরাজ্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারবে না বলেই কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের ধারণা। দেশের পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিল প্রচলিত শক্তি উৎপাদনের ১২ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে হবে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনে। অর্থাৎ নিয়ম মেনে প্রতি এক হাজার মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করলে, একশো কুড়ি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে হবে অপ্রচলিত শক্তি উৎস থেকে। সে অনুযায়ী ২০ হাজার মেগাওয়াটের যে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল

সারণি

অপ্রচলিত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (পশ্চিমবঙ্গ)

বছর	হয়েছে (মেগাওয়াট)	হওয়ার কথা (মেগাওয়াট)
২০০০	১৫	লক্ষ্যমাত্রা স্থির ছিল না
২০০৫	৩৫	৫০০
২০১০	১৩০	১৮০০
২০১৫	২৫০	২৮০০

বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জোগান ব্যবস্থা ঠিক করার স্বার্থে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক প্রতিটি রাজ্য সরকারকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াবার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মতো যেসব রাজ্যে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে, তাদের বলা হয়েছিল লালফিতের ফাঁস আর নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলি চাইলে জমি কিনে শুরু করতে পারবে ইউনিট। তার জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। তবে শুধু বেশি দামে বাইরের রাজ্যে বিক্রি করা নয়, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নিতে হবে পুরো উৎপাদনের ঠিক কতখানি বিদ্যুৎ ন্যায্য দামে রাজ্য সরকারি গ্রিডে দিতে হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে, তাতে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রক এরাজ্যের জন্য একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে, তাহলে অন্তত দুই হাজার আটশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে অপ্রচলিত শক্তি থেকে। অর্থাৎ দশ বছরে বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, ছোট জলবিদ্যুৎ এবং বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করতে হবে ২৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু ২৮০০ মেগাওয়াট দূরের কথা রাজ্যে পাঁচশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎও তৈরি হয়নি অপ্রচলিত উৎস থেকে।

শুধু ওয়েবরাডার নতুন নামকরণ করে রাখা হয়েছে গ্রিন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড (জিইডিসিএল)। এ রাজ্যে বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেও পরবর্তীকালে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছে বহু সংস্থা। অথচ ভারতে প্রথম সৌর শক্তি থেকে দুই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রিডের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল এরাজ্যেই। এই

কেন্দ্রস্থাপন বছর ওয়েবরাডার তৎকালীন প্রধান শক্তিপদগণ চৌধুরী বিদেশে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান জেলার জামুরিয়ায় এই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। পরিত্যক্ত কয়লা খনির উপরে সোলার প্যানেল লাগিয়ে গড়ে তোলা এই প্রকল্প স্থাপন করে দিশেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কর্পোরেশন গোটা দেশে পথ দেখিয়েছিল। তার ৬ বছরের মধ্যে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কয়েক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। নেওয়া হয়েছে নিত্য নতুন পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয় সরকারও এর জন্য বহু কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছে। কোন রাজ্য কত বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, উৎপাদনের জন্য কোন রাজ্য কত টাকা উৎসাহ ছাড় দেবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে আর এরাজ্যে তা নিয়ে কোনোও উৎসাহ নেই। কারণ সৌর বিদ্যুৎ নিয়ে এ রাজ্যের বর্তমানে কোনো আগ্রহ নেই। রাজ্যে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি গত দু'বছর ধরে বন্ধ। সৌরশক্তি নিয়ে প্রচারের জন্য কলকাতা, দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়িতে আধা সরকারি উদ্যোগে 'আদিত্য' নামে যে শোরুমগুলি খোলা হয়েছিল তাও বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এমনকী সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য আয়লা দুর্গতদের পুনর্বাসন-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্র সরকার যে কোটি কোটি টাকা দিয়েছিল রাজ্য সরকার তা খরচ করেনি। *(সারণি দ্রষ্টব্য)*

এরাজ্যে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও প্রাকৃতিক কারণেই বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এরাজ্যে প্রায় অসম্ভব। একটি মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা এ বিষয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে বেশ কিছুদিন কাজ করলেও সফল হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দার্জিলিং জেলায় রামমাম III করবার বহু চেষ্টা করেছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা হয়ে ওঠেনি। তবে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা পারসুয়াসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হলদিয়ার কাছে তৈরি হচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ সেল তৈরির একটি কারখানা। তবে ধানের তুষ বা বায়োমাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য বেসরকারি উদ্যোগে বর্ধমানের ভাতার ও বাঁকুড়ার বনকাটিতে যে দু'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে একটিতে ১০ মেগাওয়াট অন্যটিতে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হোত। মোল্লাখালিতে যে অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল হালফিল সেটাও বন্ধ। পরিবর্তনের সরকার রাজ্যে আসার পর এ বিষয়ে উদাসীন থাকার জন্য রাজ্যের এই হাল। অথচ এই সব কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ছিল ইউনিট প্রতি মাত্র ২ টাকা ৮০ পয়সা।

পূর্বের বাম সরকার আইন করে বড় বড় হোটেল ও টাউনশিপগুলিতে সৌরশক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার একটা প্রচেষ্টা নিলেও বর্তমান সরকার এ বিষয়ে নীরব। অথচ বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বছরে লাভের একটি ন্যূনতম অংশ যদি অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনে ব্যয় করে, তাহলে পরিবেশ তো বাঁচবেই সেই সঙ্গে কয়লানির্ভর বিদ্যুতের ওপর আমাদের নির্ভরতাও কমবে। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় অপ্রচলিত শক্তির উৎস থেকে। জার্মানির মতো ইউরোপের বহু দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারে থার্মাল পাওয়ার ব্যবহার হলেও বাড়িতে অপ্রচলিত শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের ব্যবহার বাধ্যতামূলক। অথচ এরাজ্যে আইন থাকলেও সরকারের উদাসীনতায় তা নিষ্ক্রিয়। চাহিদার পরিমাণ যেখানে প্রতি বছর ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে শুধু প্রচলিত শক্তি ব্যবহারে বিদ্যুতের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না কোনো রাজ্যেরই। অথচ সরকারি অনুদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও একচুলও নড়েনি এরাজ্যের অপ্রচলিত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রধান কেন্দ্র ভারত-ই

জীবাশ্মঘটিত জ্বালানির (কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) ভাণ্ডার ক্রমহ্রাসমান, এ অবস্থায় ভারত তথা গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ শক্তির সবচেয়ে বড় জোগানদার সৌরশক্তির ব্যবহার নিয়ে দেরিতে হলেও ঘুম ভেঙেছে বিশ্বের প্রশাসক ও বিনিয়োগকারী- মহলের। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আগামী এক বছরের মধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ও গবেষণার কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তাকে কেন্দ্র করে ২০২০ সালের মধ্যে দশ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবার সম্ভাবনা। এছাড়া ২০২০ সালের মধ্যে ভারতকে মধ্যমণি করে (যেহেতু বিশ্বে ভারতই সর্বাধিক সৌরশক্তি লাভ করে) গোটা বিশ্বের ১২০টি দেশ যারা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষম তারা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন করতে চলেছে, যার প্রধান কার্যালয় হবে দিল্লী। কাজেই সৌরশক্তিকে কেন্দ্র করে আগামী পাঁচ-সাত বছরে ভারতে বড় ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন হবার সভাবনা। সরকারি ব্যয়ও আকাশচুম্বী হবে (অব্যশই প্রয়োজনানুসারে)। কিন্তু একটি ব্যাপার যেন স্বদেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের চিন্তার বাইরে না চলে যায়। সেটি হলো, এই বিপুল সরকারি ব্যয়ের বরাতের পুরোটা বা বেশিরভাগটাই যেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা না পেয়ে যায়। যেখানে প্রযুক্তিগত কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হতে হবে শুধু সেই ক্ষেত্রেই বিশেষ পুঁজিকে ছাড়পত্র দেওয়া উচিত। এবং সেই বিচারকালেও ভারতের নানা প্রান্তে নানান অনামি বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ বা বিজ্ঞানের ছাত্র যাঁরা নিত্যনতুন উদ্ভাবনে সৌরশক্তির রকমারি প্রয়োগকে করে তুলেছেন বাস্তব কিন্তু অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে শক্তিশালী ব্র্যান্ডনেস করতে অক্ষম তাঁদের উদ্ভাবনকেও স্বাগত জানানো উচিত। তবেই সৌরশক্তির ক্ষেত্রে সুশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ভারত।

‘ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম’

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের পড়ন্ত বিকেল। ইয়েলো লাইন রুট বেয়ে সর্পিল গতিতে ছুটে চলেছে মেট্রো। নয়াদিল্লী থেকে গুরগাঁও পৌঁছতে সময় খানিকটা লাগবে। বগির ডানপাশে জানালার ধারের সিটে কথাবার্তায় ব্যস্ত দুই বন্ধু। ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সর অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদের গন্তব্য গুরগাঁও। জানালা দিয়ে এক চিলতে রোদ্দুর এসে পড়ছে পিঠে, হাতে। এক হাতের রোদ যেন আরেকটা হাতে উল্টে পাল্টে নিতে নিতে বলছে অনেকরকম কথা। দূষণ, উষ্ণায়ণ, অপর্যাপ্ত জীবাশ্ম জ্বালানি আর তার প্রতিকারে সৌরশক্তির ব্যবহার এমন এক বিষয় ঘুরে ফিরেই আসছে তাদের মাথায় পিঠে কথায়।

গত বেশ কয়েকটি বছর বিশ্ব উষ্ণায়ন সারা পৃথিবীর চিন্তার কারণ। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে দেখার জন্য কোন পথে এগোন উচিত। কি কি বিষয়কে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন আর কোন পদ্ধতিতে তার রূপায়ণ সম্ভব —এই এখন আলোচনার মুখ্যবস্তু। গত নভেম্বরেই প্যারিসে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ওলাঁদ গুরগাঁওয়ে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সোলার এন্যার্জির ক্যাম্পাসে।

এই নিয়ে জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। প্যারিসে সিওপি ২১-এর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি দেশ তাদের নিজেদের মতন করে এই উষ্ণায়ণের প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করেন। পরিবেশবিদ্ থেকে জলবায়ু বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ থেকে রাষ্ট্রনেতা সকলে মিলেই এই বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বিশ্বব্যাপী সমস্যার আশু সমাধানে সমস্ত দেশ এগিয়ে আসার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। গত নভেম্বরের মধ্যে এই সম্মেলনের খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মোটের উপর দেখতে গেলে প্রায় সকলেরই বক্তব্যে মানব সভ্যতা উন্নয়ন আর সংরক্ষণ এই দু'টি বিষয় বারে বারেই উঠে এসেছে। একদিকে যেমন দেখতে হবে উন্নয়নের জন্য যেন পরিবেশ বা আবহাওয়ার কোনো ক্ষতি না হয়, তেমনই ভাবতে হবে উন্নয়নও যেন পিছিয়ে না পড়ে। উন্নতশীল দেশগুলির চলার পথ এখনও অনেক বাকি। উন্নতি বা বিকাশের পথে প্রতিটি পদক্ষেপে, বিদ্যুতের ব্যবহার অনস্বীকার্য। কিন্তু এই বিদ্যুৎ উৎপাদনে যদি কেবলমাত্র কয়লা বা খনিজ তৈলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির উপর ভরসা করতে হয়, তাহলে পরিবেশের সাম্যাবস্থা বা উষ্ণায়ণের নিয়ন্ত্রণ বিঘ্নিত হবে। আবার উল্টোদিকে বিদ্যুতের ব্যবহারই যদি কমিয়ে ফেলতে হয় তবে তো সভ্যতার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। এমনই এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে কাটিয়ে উঠতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারতবর্ষ একটা নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। একটি যোজনা স্থির করা হয় যার মূলে থাকবে গবেষণা আর অন্বেষণ আর তা থেকেই বেরিয়ে আসবে এক-একটি উদ্ভাবন। বিভিন্ন দেশের কৃতী বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণ এমন সব উপায় খুঁজে বার করবেন যা বিশ্বের উষ্ণায়ণকে বাড়তে দেবে না, পরিবেশকে যথাসম্ভব বিষমুক্ত রাখা আবার আর্থিক ভাবেও এতটাই সহজলভ্য হবে বা আমজনতার আয়ত্তের মধ্যে থাকবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ওলাঁদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব ও প্রখ্যাত প্রযুক্তিবিদ বিল গেটস-এর উপস্থিতিতে সর্বসম্মত ভাবে এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেয় প্রায় সমস্ত বিশ্ব।

এবার অন্য আরেকটা দিক থেকে দেখা যাক। আমরা জানি কর্মধারা, নীতি বা মানসিকতায় মেলে এমন অনেকগুলি দেশকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মঞ্চ বা সংগঠন। যেমন— জি-৪, জি-২০, সার্ক, ওপ্যাক, এশিয়ান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি। তাই যদি খনিজ তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলো এক মঞ্চে আসতে পারে তাহলে এমন একটা মঞ্চ তৈরি হওয়া সম্ভব যাতে তামাম দুনিয়ার সেই সমস্ত দেশগুলো যোগ দেবে, যাদের দেশে বছরের তিনশো দিনের বেশি রৌদ্রকিরণ বেশি থাকে। সৃষ্টির আদি সময় থেকে আজ পর্যন্ত জীবজগৎ আর সভ্যতা সূর্যের উপস্থিতি বিনা অচল। তাই এই শক্তিকেই ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেয় ভারতবর্ষ। বছরের তিনশো দিনেরও বেশি সূর্যালোক পাওয়া যায় এমন একশো বাইশটি দেশ এই বিষয়ে সহমত প্রকাশ করে। ওই সম্মেলন থেকে এই সিদ্ধান্ত

হয় যে— এই মঞ্চের নাম হবে 'ইন্টার ন্যাশনাল সোলার অ্যানাক্সে' বা সংক্ষেপে আই এস এ। এবং আই এস এ-র আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর হবে এই ভারতবর্ষের হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে।

ভারতের আজকের এই পদক্ষেপ যুগান্তকারী হলেও আকস্মিক নয়। প্রচলিত শক্তির পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাল ধরে আমাদের দেশ বিকল্প শক্তির ব্যবহারের চেষ্টা চালাচ্ছে। যা পরিবেশ উপযোগী হবে নবায়ন যোগ্য। ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা একশো পঁচাত্তর মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নির্মাণের পথে এগোতে আপামর দেশবাসী দৃঢ় সংকল্প। বড়, মাঝারি, ছোট বিভিন্ন মাপের সৌর প্রকল্প গড়ে উঠছে দেশের কোণায় কোণায়।

কোচি এয়ারপোর্টের কথাই ধরা যাক। দেশের ব্যস্ততম এয়ারপোর্টগুলোর একটা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা— পৃথিবীর মানচিত্রে এটিই একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যা সম্পূর্ণভাবে সৌরবিদ্যুতে চালিত। তাও আবার পুরো বিদ্যুৎটাই তৈরি হয় বিমানবন্দরের ভেতরেই। রানওয়েগুলোর মাঝে পড়ে থাকা জমিতে লাগানো হয়েছে প্রায় ৪৬০০০ সৌরকোষ (photo voltaic cell)। ১২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পরিকাঠামোয় দৈনিক ৫০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ এখানে উৎপন্ন হয় যা এই বিমানবন্দরকে সচল রাখার পক্ষে পর্যাপ্ত। ৬ মাসের মধ্যে এই পরিকাঠামো নির্মিত হয়। এটা শুধু বিদ্যুতের চাহিদাই নয়, পরিবেশ দূষণকেও অনেকটাই প্রতিরোধ করবে। বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো যা ২৫ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ গাছ লাগানোর সমান। এই পাইলট প্রকল্পকে নজরে রেখে ভারত সরকার সবকটি বিমানবন্দরকেই অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে। শুধু দেশে নয়, বিদেশের বিমানবন্দরও একে অনুসরণ করছে। সম্প্রতি নাইজেরিয়া বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্যদল কোচির পরিকাঠামোগত পরামর্শ নিতে এদেশে বৈঠক করেন।

ভারতের পশ্চিমভাগে গুজরাট কচ্ছের রানের জন্য বিখ্যাত। ভৌগোলিক কারণে আপাত অনুর্বর জমি আর অপ্রতুল বৃষ্টিপাত চাষবাসের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ। তাই খালের মাধ্যমে সেচের জল পৌঁছনোর সর্ববৃহৎ নেটওয়ার্ক তৈরি করে সারাবিশ্বে নজির গড়েছে এই রাজ্য। তবে এতেই আটকে নেই। এখন সেই খালগুলির ওপর অনেকটা সাঁকোর মতো একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যাতে লাগানো হয়েছে সৌরকোষ বা পিভিসি। এমনই পরপর বহু সংখ্যক কাঠামো এই স্থান বা ক্যানেলের ওপর একটা সেড বা ঢাকনা তৈরি করেছে। যার ওপরে রয়েছে সরাসরি পিভিসি আর তলায় খালের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে চাষের জল। এই আনকোরা পদ্ধতিতে তৈরি এক মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বছরে প্রায় ১৫-১৬ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, যা প্রায় ৭-৮ হাজার গ্রামীণ ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে। খালগুলি গ্রামের খুব কাছাকাছি থাকায় বিদ্যুৎ পরিবহণ অপচয়ও প্রায় হবে না বললেই চলে। এছাড়াও সেখানের ওপর এরকম ঢাকা থাকার ফলে কিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে। প্রথমত সূর্যের তাপে খালের জল যে পরিমাণ বাষ্পায়িত হয় তা অনেকটা কমে যাবে। হিসেব বলছে, বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ মিটার জল সাশ্রয় হবে। আবার অন্যদিকে এই পিভিসি-র তলা দিয়ে যে জলপ্রবাহ, তা প্রাকৃতিকভাবে ঠাণ্ডা রাখবে কোষগুলিকে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে অনেকটাই। সর্বোপরি একটা সোলার প্ল্যান্ট তৈরি করতে যে বিশাল জমির দরকার হয়, এক্ষেত্রে ক্যানেলের ওপর ইনস্টলেশন হওয়ায় আলাদা করে জমির আর দরকার রইল না।

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে ইন্দো-চীন-তিব্বত সীমান্তে 'লে'। সমুদ্রপষ্ঠ থেকে ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় জম্মু-কাশ্মীরের এই জেলাটি এর মোহময়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু শীতের সময় প্রায় ছ'মাস যা কার্যত ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া সেই দিনগুলো এখন অতীত। পিংগসু লেকের পাশে স্পাংমিখ গ্রামে এখন চলছে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প। জহর নবোদয়-এর মতো গ্রামীণ বিদ্যালয়েও ভরসা কিন্তু সৌরশক্তিই। শুধু ক্লাসঘরের আলো জ্বালানো নয়, প্রতিদিন প্রায় ৬০০ জনের খাবার তৈরি হয় এর রান্নাঘরে সৌরশক্তির মাধ্যমে। রান্না করতে সময় লাগে এক ঘণ্টারও কম। আর জ্বালানি সাশ্রয়, তাও প্রায় তিনটি এলপিজি সিলিন্ডারের সমান। 'লে' জেলার ১১২টি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৭০টি সম্পূর্ণভাবে সৌরশক্তি নির্ভর। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বা তিনদিন ট্রেনে করে পৌঁছনো যায়— এমনই এক গ্রাম ট্রানসিরগেলা। পানীয় জল বলতে যেখানে ভরসা একমাত্র বরফগলা পাহাড়ি ঝরনা, সেখানেও আজ সৌরশক্তির বহুল ব্যবহার। উচ্চতা আর নির্মল পরিবেশের কারণে লাদাখ বছরে ৩২০ দিন রৌদ্রস্নাত। তাই সৌর প্রকল্পে প্রতি বর্গমিটারে কমবেশি প্রায় ১২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে লাদাখ।

ভারতের উত্তরপূর্ব ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গন্তব্য গ্রাম ব্রজেন্দ্রনগর। গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র— শুধু এ গ্রামের নয়, আশেপাশের ৬টা গ্রামের সবেধন নীলমণি। প্রায় ২৬ হাজার মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে দৌড়ে আসে এখানেই। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যখন প্রতিদিনই কোনো না কোনো সন্তানসম্ভবা মা ভর্তি হন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, এমন বহু সময় গেছে যখন সাকসান যন্ত্র ছাড়াই একটা টিমটিমে মোমবাতির আলোয় সন্তান প্রসব ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা সারতে হয়েছে ডাক্তারদের। কিন্তু সময় পাল্টেছে, বদলেছে পরিস্থিতিও। ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটা সোলার সিস্টেম ইনস্টল হয়েছে এখানে, এরকমই ত্রিপুরার বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৭০টি হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই শিশু জন্মানোর সময়ই হোক না জন্মাবার পর ওয়ার্মার-ই হোক— বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে আর কোনো অসুবিধা নেই। নেবুলাইজার যন্ত্র বা ইসিজি যন্ত্র, ড্যাকমিন রাখার রেফ্রিজারেটর, এমনকী ইন্টারনেট-সহ কম্পিউটার সবই চলছে সৌরশক্তিতে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, এমন কিছু জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যা চাষবাসের ক্ষেত্রে নিতান্তই ঊষর। এমনই একটা স্থান গুজরাটের পাঠান জেলার চারঙ্গার গ্রাম। কিন্তু এমন একটা জায়গাও যে বিশ্বের বুকে একটা মডেল হয়ে উঠতে পারে বছর সাত-আটেক আগেও তা ছিল ধারণার বাইরে। ৩০ ডিসেম্বর ২০১০-এ যখন সেখানে গুজরাট সোলার পার্কের কথা প্রথম ঘোষণা করা হয়, তা

অনেকেরই কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ২৮ জানুয়ারি ২০১২ থেকে সেখানে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহাবস্থানে, বিবিধ সুবিধা সম্পন্ন, বিভিন্ন প্রযুক্তির সম্মিলিত প্রয়োগে তৈরি এই সোলার পার্কের সুবিধাও পেয়েছে অনেকেই--- পাওয়ার গ্রিডের জল সংযুক্ত হওয়ার ঘরোয়া থেকে বৈষয়িক ক্ষেত্র বাদ পড়েনি কেউই। প্রাথমিকভাবে ২১৪ মেগাওয়াটের ক্ষমতা থেকে শুরু করে ২০১২-র ১৯ এপ্রিলের মধ্যে সেই উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০ মেগাওয়াট।

খুব সঙ্গত কারণেই যা এশিয়ার বৃহত্তম সোলার পার্কের মর্যাদা পায়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে প্রযুক্তির পাশাপাশি এই সমসময়ে সুনিপুণভাবে রূপায়ণের পিছনে ছিল গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর রাজনৈতিক সহযোগিতা।

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মাঠ পার করা তেন্ডুলকরের ছক্কা কার না মনে আছে। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর এই স্টেডিয়াম আজ শুধু চোখজুড়ানো খেলার মাঠ নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। শুনতে খটকা লাগলেও একদম ঠিক। যে গ্যালারিতে বসে দর্শক মাঠের খেলা উপভোগ করেন, সেই গ্যালারির ছাদে এখন পাতা হয়েছে সারি সারি পিভিসি, তাই দিনের বেলায় মাঠে খেলা চলুক বা না চলুক, বিদ্যুৎ উৎপাদন কিন্তু চলতেই থাকছে। ৪০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই 'রুফটপ' সিস্টেম গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এর সুবিধা পাচ্ছেন সকলেই। কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেটের পাশাপাশি সৌরশক্তির ক্ষেত্রেও এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

কলকাতা মেট্রো সিটি হলেও, তার অনতিদূরে লক্ষ্মীকান্তপুরের অনেক গ্রামই আজও বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন। পুরুষেরা কৃষিকাজ আর মহিলারা কেরোসিনের লম্ফর আলোয় শাড়ির উপর জরির কাজ— এই হলো রোজগারের উপায়। বাড়ির ছোট পড়ুয়ারা হ্যারিকেনের নিবু নিবু আলো আর ঝাঁঝালো গন্ধের মধ্যেই পড়াশোনা চালায়। রাজ্য সরকারের কাছে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনেক তদ্বির করেও আখেরে ফল হয়নি কিছুই। তাই অগত্যা আপনা হাত জগন্নাথ। এক বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে বাড়ির ছাদে। এখন তার থেকে তৈরি হওয়া বিদ্যুতে জ্বলছে আলো, ঘুরছে পাখা। সন্ধে হতে না হতেই যে জীবনটা থমকে যেত, তার থেকে মিলেছে মুক্তির দিশা।

রাজস্থান শুনলেই মরুভূমির কথা মনে পড়ে, সারা দেশের মাত্র এক শতাংশ প্রাকৃতিক জলসম্পদের অধিকারী হয়েও কৃষিক্ষেত্রে রাজস্থান কিন্তু দেশের প্রথম সারিতে। ড্রিপ জলসংরক্ষণ বা সেচব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো সোলার পাম্প। চাষিভাইরা তাদের ক্ষেত সংলগ্ন জলাশয়ের পাশেই সোলার পাম্প সিস্টেম বসাতে পারেন। রাজস্থান সরকার ক্রমাগত প্রতি বছর বিশেষভাবে এই খাতে বাজেটে ব্যবস্থা রেখে চালিয়ে যাচ্ছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোজনা 'মাস সোলার পাম্প ইনস্টলেশান'। যার ফলে ভোরের আলো থেকে বিকেল পর্যন্ত পাম্প চালিয়ে জলের যোগান দেওয়া যাচ্ছে জমিতে। আর পাম্প চালানোর বিদ্যুৎও উৎপাদন হচ্ছে নিজের জমিতেই ইনস্টল করা সোলার সিস্টেমে। কম খরচ আর উন্নত প্রযুক্তিতে রাজস্থান এগিয়ে চলেছে কৃষিতে।

মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলায় সিরডি পবিত্র ধর্মস্থান : সাইবাবার মন্দির। তবে মন্দির সংলগ্ন সাই-প্রসাদালয় যেন সৌরশক্তি পীঠ। এখানে মূলত সৌরশক্তিকে তাপশক্তিরূপে পাম্প তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন প্রায় ৩৫ হাজার কিলো জলীয় বাষ্প তৈরি হয় সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে। এর জন্য সূর্যের অলোকে প্রতিফলন করার দরকার। ১৬ বর্গমিটার আয়তনের এক একটি সম্মিলিত আয়না যা আকৃতিতে অনেকটা অবতল চাকতির মতো, ওজন কমবেশি ৫০০ কিলোগ্রাম। এমনই ৭৩টি আয়না সারিবদ্ধভাবে লাগানো আছে সাইপ্রসাদালয়ের ছাদে। যেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, নিজেদের দিক পরিবর্তন করে— কতকটা সূর্যমুখী ফুলের মতো। এর এই সৌরশক্তিতে তৈরি হওয়া বাষ্পে প্রসাদ রান্না চলতে থাকে নিচের তলায়। প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ প্রতিদিন প্রসাদ পান, তাও আবার ৬-৮ রকম পদ। বিশেষ উৎসবের দিন দর্শনার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ। শুদ্ধ আর সুস্বাদু এই প্রসাদ তাই সূর্য দেবতারও আশীর্বাদধন্য বটে।

এভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন মাপের আর বিভিন্ন প্রকারের সৌরশক্তি প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এমনকী দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে সবচেয়ে বড় যে পরিবহন ব্যবস্থা, সেই ভারতীয় রেলওয়েও সৌরশক্তি উৎপাদনের পরীক্ষামূলক প্রয়াস চালাচ্ছে। বেশ কিছু ট্রেনবগির ছাদে লাগানো হয়েছে পিভিসি। তাই ট্রেন যখন দৌড়ে চলেছে তখন এই সৌরকোষ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলেছে সমান তালে।

কাশ্মীর থেকে কোচি, কচ্ছ থেকে ত্রিপুরা, দেশের প্রতিটা কোণায় কোণায় বিভিন্ন মাপের সৌরপ্রকল্প গড়ে উঠছে বিভিন্ন উদ্যোগে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

২৫ জানুয়ারি ২০১৬, বিকেল সাড়ে চারটের আশপাশে। গুরগাঁও-য়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোলার এনার্জির ক্যাম্পাস। ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের আন্তর্জাতিক দপ্তরের শুভারম্ভ। ভি ভি আই পি-তে ভরপুর প্রেক্ষাগৃহ দুই বন্ধু, যাদের মেট্রোরেলে দেখা গিয়েছিল, তারা এখন স্টেজে। মঞ্চসঞ্চালক পরিচয় করিয়ে দিলেন দু'জনের। একজন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাস্কোইস ওলাঁদ আর অন্যজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দূষণহীন পরিবেশ, নিয়ন্ত্রিত উষ্ণায়ন আর সৌরশক্তির ব্যবহারে আহ্বান জানিয়েছেন মোদী। আর মনে করিয়ে দেন আজকের গুরগাঁওকে— এর স্থান মাহাত্ম্য অতি প্রাচীন, এই হরিয়ানার শুধু অনতিদূরে কুরুক্ষেত্র। একদিন এই কুরুক্ষেত্র থেকেই গীতার মার্গদর্শন সারা পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছিল। আর আজ এখান থেকেই বিশ্ব কল্যাণের নতুন আহ্বান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

পৃথিবীর মানচিত্রে ভারত আজ সৌরশক্তির আহ্বায়ক। আর প্রতিনিয়ত ভারতের কোণায় কোণায় জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন সৌরশক্তি পীঠ। ▌

চিঠিপত্র

আমেরিকার বোধোদয়

একেই বলে বোধহয় 'বোধোদয়'। আর তাই তো মার্কিন প্রেসিডেন্টের গলায় পাকবিরোধী মন্তব্য— যা নাকি এতদিন বা ইতিপূর্বে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে শোনা যায়নি। কারণ জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তান ছিল আমেরিকার ধামাধরা ও বশংবদ। তারা ছিল পরস্পরের স্বার্থরক্ষাকারী। পাকিস্তান ছিল আমেরিকার মস্ত বড় অস্ত্রবিক্রির বাজার। আবার পাকিস্তানও আমেরিকার অস্ত্রে বলিয়ান হয়ে ভারতকে চোখ রাঙাতে সাহস পেয়েছে। অস্ত্রের প্রায় ৮০ শতাংশই হচ্ছে আমেরিকার। তাছাড়া অর্থঋণ, অর্থলগ্নি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প স্থাপন ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক সাহায্য ও সহযোগিতা আমেরিকার কাছ থেকে সর্বাধিক পেয়েছে পাকিস্তান। আবার আমেরিকার হাত পাকিস্তানের মাথার উপরে থাকায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে ঋণ বা অর্থ সাহায্য পেতে পাকিস্তানকে বেগ পেতে হয়নি। আমেরিকার অর্থ ও অস্ত্রে বলীয়ান পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে তিন-তিনবার যুদ্ধ করার সাহস দেখিয়েছে। তাই আমেরিকাও তার অকৃত্রিম বন্ধু পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে— সে কাশ্মীর ইস্যু, পাক ভারত যুদ্ধ বা পাকজঙ্গি-সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে হোক। এমনকী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা নিয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষ। তবে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালাতে পাকিস্তানের মাটিতে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের জন্ম দিলে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানি জঙ্গিহানা, সীমান্ত সংঘর্ষ ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পাকিস্তানের মদত ইত্যাদি ইস্যুতে ভারতের সপ্রমাণ অভিযোগ ব্যাপক মান্যতা পেলে আমেরিকার পাকনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে। আর সেটা পাকিস্তান বুঝতে পেরে চীনের সঙ্গে গড়ে তোলে সখ্য। ইতিমধ্যে পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করলে আমেরিকা প্রমাদগণে এবং পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রি ও আর্থিক ঋণ প্রদানে হ্রাস টানে এবং এ ব্যাপারে ভারতের আপত্তিকেও গুরুত্ব দিতে শুরু করে। অগত্যা পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে, সামরিক ও আর্থিক সাহায্য নিতে আরম্ভ করে এবং পাকিস্তানে লগ্নি, শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নমূলক কাজে চীনকে দেয় পাকিস্তানে ঢোকার সুযোগ। ভারতকে জব্দ করতে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের একটা অংশ ছেড়ে দেয় চীনকে। এমতাবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরমাণু শক্তিধর চীনের আধিপত্য খর্ব করতে আমেরিকা কিছুটা ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু পাকিস্তানের বাজার যাতে হারাতে না হয় সেই কারণে সে নেয় মধ্যপন্থা। অর্থাৎ সে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে থাকে। তবে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সে নীরবই থাকে। কারণ সে নিজেই তো জঙ্গি তালিবান ও লাদেনের স্রষ্টা। কিন্তু আমেরিকায় ৯/১১-র জঙ্গি হানায় বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংসের পর ইসলামিক জঙ্গিবাদ যে কত ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী তা আমেরিকা বুঝতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয় এই কারণে এতদিন সে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী দেশ রূপে ঘোষণা করেনি। ভারত কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘসহ বিভিন্ন অন্তর্জাতিক মঞ্চে সোচ্চার। বহু দেশকে সেকথা ভারত বোঝাতেও সক্ষম হয়। ওই সব দেশ তা মেনেও নেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও আমেরিকার উপর পাক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তেই থাকে। বাড়তে থাকে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার চাপও। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রগাঢ় সখ্য গড়ে উঠলে এবং আমেরিকাবাসীও ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র রূপে স্বীকৃতি দিলে মার্কিন সরকারও ভারতকে পাশে নিয়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করে। এটা সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের এক বিরাট জয়। আর সেটা সম্ভব হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। তিনিই এতদিনে আমেরিকার দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল পাকনীতির বরফ গলাতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের আধিপত্য ও আগ্রাসন খর্ব করতে আজ আমেরিকারও প্রয়োজন শান্তিকামী ভারতকে। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান যে একটি জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র এবং বিশ্বশান্তিও সমৃদ্ধির পক্ষে হুমকি তাও এতদিনে বুঝতে পেরেছে সে। তাই মার্কিন কংগ্রেসে বিদায়ী ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, ''পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও পশ্চিম এশিয়া জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। ওবামার এই স্বীকারোক্তি পরোক্ষে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণারই নামান্তর, যা এতদিন কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলার সাহস দেখাননি। আর এই ঐতিহাসিক ঘোষণা ভারতের মোদী সরকার, বিদেশনীতি ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশাল সাফল্য। ওবামাকে ধন্যবাদ। এখানে উল্লেখ্য, পাঠানকোট কাণ্ডের পর আমেরিকা পাকিস্তানকে এফ-১৬ বিমান সরবরাহ বন্ধ রেখেছে, যা ভারতের কাছে হোত বিপজ্জনক। আমেরিকা ভারতকে স্বস্তি দিয়েছে।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

অসহিষ্ণুতা

'অসহিষ্ণুতা' শব্দটা রাজনীতির মঞ্চে নতুন আবির্ভাব। এর প্রভাব রাজনীতির অঙ্গনে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সময় ও সুযোগ বুঝে এটা প্রয়োগ করতে পারলে বিরাট একটা চমক দেখানো যায়। সম্প্রতি কয়েকটা দুর্ভাগ্যজনক বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শব্দটির ব্যবহার বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে বিজেপি বিরোধী ভাবাপন্ন দল বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বেশ হৈচৈ ফেলে দিয়েছে। বর্তমানে মোদী সরকার তথা বিজেপি দলের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়ে এই 'অসহিষ্ণুতা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিরোধীরা নানা কায়দায় বিজেপিকে কোণঠাসা করবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। মিছিল, পদযাত্রা, পদক-পুরস্কার-পদবি ফেরত, কালো পতাকা প্রদর্শন ইত্যাদি চলছে। অসহিষ্ণুতার দায়ে কি শুধু বিজেপি-ই দায়ী? এদেশে এমন কোনো রাজনৈতিক দল নেই বা নেতা নেই, যারা অদূর অতীতে কোনো প্রকার অসহিষ্ণুতা দেখায়নি। 'চালুনি হয়ে ছুঁচের পেছনে ছ্যাঁদা' খুঁজে তুলকালাম কাণ্ড করবার কী আছে?

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পূর্বেই তো 'অসহিষ্ণুতার বহু নজির রয়েছে। যাঁরা রাজনীতির সামান্যতম খোঁজ রাখেন তাঁরা সেই অদূর অতীতের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন তো। 'মৌত কা সদাগর', 'দাঙ্গাবাজ মোদী', 'ওরা ক্ষমতায় এলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি পাবে', 'দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে,' 'কোমরে দড়ি বেঁধে আনা', 'মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রোজেক্ট হলে জোট ত্যাগ' মোদীর মঞ্চে বোমা বিস্ফোরণ', এই সব অসহিষ্ণুতা কারা দেখিয়েছিল? 'শিখ নিধন', 'গোধরা কাণ্ড', 'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে গুলি','দেগঙ্গা-ক্যানিংয়ে তাণ্ডব', 'নির্ভয়া ধর্ষণ-খুন', 'অম্বিকা-শিলাদিত্য হাজত', 'হৃদয় ঘোষ হত্যা', বীরভূমে নারী ধর্ষণ-খুন' আরও কতশত জঘন্য অত্যাচার পীড়ন চলছে। তখন প্রতিবাদী দল চোখে ঠুলি দিয়ে কানে তালা দিয়ে ছিল, না প্রতিবাদ দেখানোর সাহস ছিল না?

গোমাংসকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনকারীরা যে ধরনের রাস্তা বেছে নিয়েছেন তার কতটুকু সহিষ্ণুতার সমর্থনে স্বতঃপ্রণোদিত, আর কোনটার গ্রহণযোগ্যতা কতটা একবার ভাবুন তো! এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সিপিএম নেতা বিমান বসু 'ওটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। দলের কোনো কর্মসূচি নয়—' বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। এবং 'ভাষা ও চেতনা' নামক সংস্থার সদস্যদের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেন। সিপিএম ধর্ম মানে না জানি কিন্তু গোমাংস খেয়ে ভারতীয় সামাজিক রীতি নীতি, কৃষ্টি সংস্কৃতির যারা বাহক ও ধারক— সেই সমগ্র হিন্দু সমাজের 'অপমান' ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা ঢাকা যাবে কি?

—**ধরণীধর মণ্ডল,**

পাণ্ডুয়া, মালদহ।

বেদে গোহত্যা—নেই

গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের স্বস্তিকায় ড. সীতানাথ গোস্বামী মহাশয়ের 'বেদে গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণের নির্দেশ নেই'— যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী। প্রবন্ধটিতে মাংস শব্দের ভিন্ন অর্থ শাঁস বলা হয়েছে, আবার আভিধানিক অর্থও দেওয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদীয় তথ্য পেশ করে লেখক আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের উৎসাহকে বর্ধিত করেছেন। গোমাংস বা মাংসভাতের সঙ্গে ঘৃত সেবন এবং মতান্তর মধুপর্কের একটি অঙ্গ মাংস বা গোমাংস-এর কোনো বৈদিক সমর্থন পাওয়া যায় না— এ তথ্য ড. গোস্বামী সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ড. গোস্বামীর বক্তব্যের সমর্থনে আমার সামান্য কিছু মতামত নিবেদন করছি।

বেদানুসারী পরবর্তী শাস্ত্রগুলিও বৈদিক বক্তব্যের অনুসন্ধানমুখী নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে। বৃহৎ পরাশরে মধুপর্কের একটি অঙ্গ মাংস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় দধি কিংবা পনির করা যেতে পারে শাঁস অর্থে। কারণ ভারতীয় খাদ্যবিচারে তথা প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় বিচারে মাংসের সঙ্গে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য যথা— ঘি, মাখন, পনির, দধি— এছাড়া পরমান্ন বা পায়েস ও বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় ক্ষীরপাক দ্রব্য যা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং স্বাদুদ্রব্য যথা— মধু, চিনি, মিছরি, গুড় এবং বিভিন্ন মিষ্টান্ন খাওয়া অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত হয়েছে। এভিন্ন আগুনে পাক নয় এমন কোনো খাদ্য খেতে নেই মাছ মাংসের সঙ্গে। যেমন— মধু ও বিভিন্ন কাঁচা ফল (আপেল, আঙুর, পাকা কলা ইত্যাদি)। এর ফলে রক্ত দুষিত হয়। বিভিন্ন চর্মরোগ ও দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হয়। বৃহৎ পরাশর স্মৃতিতে মধুপর্কে মধু ও মাংসের উল্লেখ আছে। এটি অস্বাস্থ্যকর। আবার সমপরিমাণ ঘৃত ও মধু বিষবৎ। সুতরাং মধুপর্কে ঘৃত মধু বিষম পরিমাণে দেওয়া উচিত। আজকাল যত নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে তার মূলে সর্বস্তরের দূষণ, ঠিক কথা। কিন্তু খাদ্য বিচারেও এই দূষণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে একথা বলা যায়। বেদ, বিভিন্ন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, ২টি মহাকাব্য, রন্ধন শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ আমাদের কয়েক সহস্র বছর ধরে যে বৈজ্ঞানিক খাদ্য বিচারের জ্ঞান দিয়ে এসেছে তার অপব্যাখ্যা দিয়ে আমরা আজ তা থেকে অনেকটাই দূরে সরে এসেছি। এর ফলও পাচ্ছি হাতে হাতে।

—**চন্দন পাত্র,**

রামপুরহাট, বীরভূম।

রাম মন্দির নির্মাণ

ভগবান রামকে নিয়ে আমাদের দেশে রাজনীতি কম হয়নি। রামমন্দির নির্মাণ বিজেপির অন্যতম রাজনৈতিক কর্মসূচি। আবার একপক্ষ রামমন্দির নির্মাণ কর্মসূচিকে সাম্প্রদায়িকতা বলে অবিহিত করেন। ফলে ভগবান রাম দেশের রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ আছেন। যখন ভোট আসে তখন রামমন্দির খবরের শিরোনামে আসে, আবার ভোটের পরে সেই নিয়ে আলোচনা বন্ধ! কিন্তু এই সব আর কত দিন?

এখানে মনে রাখা দরকার, দেশের যুবকদের চরিত্রের ওপর দেশের মূল্যবোধ নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশে মূল্যবোধের অভাব বড়ই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাজে নারীর নিরাপত্তা কমেছে। পুরুষের কু-মনোবাসনার স্বীকার হতে হচ্ছে তাদের। আবার নারীর জীবন যাত্রায় ভারতীয়ত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বৃদ্ধ মাতা-পিতারা জীবনের অন্তিম সময়ে সন্তানদের দ্বারা অবহেলিত। সম্পত্তির জন্য ভাই-য়ে ভাই-য়ে বিবাদ, ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক হানাহানি।

এই সমস্যাগুলি কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষের নয়, গোটা দেশেরই এটি সমস্যা। এমন সময় ভগবান রামকে সামনে রেখে সমগ্র জাতির চারিত্রিক সংশোধন প্রয়োজন। ভগবান রামের পিতৃভক্তি আজকের যুবকদের অনুসরণ করা দরকার। রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্ব আমাদের জীবন চলার পথ। ভরত-এর দাদার প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। আর লঙ্কা জয় করেও বিভীষণকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ভগবান আমাদের ত্যাগ শিখিয়ে গেলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের এই ক্ষমতা ত্যাগ থেকে রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। এমন পরিস্থিতিতে দেশকে পরম বৈভবশালী করতে দেশের মূল্যবোধের সংস্কার দরকার আর তার জন্য যে চরিত্রকে সামনে রেখে এগোতে হবে তিনি হলেন ভগবান রাম। তাই নিজেদের রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যে না রেখে রামমন্দির নির্মাণের জন্য সকল দেশবাসীর এগিয়ে আসা দরকার।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পরম্পরা

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী

মাধবী ভট্টাচার্য

ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে অনিন্দ্যসুন্দর, গৌরকান্তি স্বামী বিশুদ্ধানন্দের আবির্ভাব হয়। পিতার নাম সঙ্গমলাল ও মাতার নাম যমুনাদেবী। জন্মাষ্টমীতে জন্ম হয়েছে বলে সকলে সাদরে 'বংশীধর' বলে ডাকে। সকলের নয়নমণি বংশীধরের শিশুকালটি ছিল মধুরতায় ভরা। কিশোর বয়সেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে থাকে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর পিতামাতা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। এবার মাতুল সবসুখরাম বংশীধরের দায়িত্ব নেন। গ্রামের টোলে বংশীধরকে ভর্তি করানো হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টজী তাঁর শিক্ষাগুরু। অল্পসময়ের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেন। স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল বলে শিক্ষাগুরু ভট্টজী তাঁকে শ্রুতিধর বলে ডাকতেন। কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য, বেদ-বেদান্ত, গীতা পাঠে মনোনিবেশ করেন। অন্যদিকে ফার্সী ও মারাঠী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন মাতুল। আবার খেলার মাঠে দৈহিক শক্তিতেও অন্যান্যরা তাঁর সঙ্গে পারে না। এভাবে বিদ্যাবুদ্ধিতে, দৈহিক বলে, সাহস ও দক্ষতায় বংশীধরের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মাতুল সবসুখরাম নবাবের সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। যুবক বংশীধরকে সেখানে একটি চাকরি দেওয়ার ইচ্ছায় অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ করতে চেষ্টা করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই বংশীধর সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার হয়ে ওঠেন। সুযোগ বুঝে মাতুল সবসুখরাম বংশীধরকে নবাবের সেনাদলের শিক্ষানবীশের কাজে ভর্তি করে দেন।

সেখানে একটি তেজি আরবি ঘোড়া ছিল যাকে কেউ বশ করতে পারে না। বংশীধর অদ্ভুত কৌশলে তাকে আয়ত্তে আনে। এই দুরন্ত ও চঞ্চল ঘোড়াটিকে বশ করতে পেরেছে দেখে উপস্থিত অনেকে বংশীধরকে ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু সংসারে দুষ্ট লোকের অভাব নেই। বিষ দিয়ে ঘোড়াটিকে মেরে ফেলে নবাবের কাছে জানায় যে বংশীধর চাবুক মেরে মেরে ঘোড়াটিকে মেরে ফেলেছে। নবাব তৎক্ষণাৎ সুবিচার না করে বংশীধরকে হাজতে পাঠায়।

কয়েক বছর কারাবাস করে যখন ছাড়া পান তখন বংশীধরের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এল। সংসারের প্রতি অনাসক্তি জেগে উঠল। কপটতা, স্বার্থবুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা যেখানে, সেখানে আনন্দ নেই শান্তি নেই। মনে মনে গীতার কথা স্মরণ করেন, 'অনিত্যম্ লোকমিমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'। বাড়ির কাছেই একটি শিবমন্দিরে গিয়ে চুপচাপ বসে বংশীধর দেখতে পান এক সৌম্যদর্শন জটাজুটধারী পরমহংস সন্ন্যাসীকে। কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সন্ন্যাস জীবন পালনের আর্তি জানান এবং কারাবাসের ঘটনা বলেন। গৃহস্থ-জীবন চাই না, আপনি কৃপা করে বলুন সন্ন্যাসীর জীবন পালনের জন্য কি করতে হবে? পরমহংসজী বললেন,'সন্ন্যাস অত্যন্ত কঠিন ব্রত। ঘর ছাড়লেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এজন্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্যরূপ কঠোর সাধনা দরকার। শাস্ত্রজ্ঞান থাকা চাই।" বংশীধর বললেন— 'আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি আমায় সন্ন্যাস দিন।' পরমহংসজী বললেন--- 'এখন তুমি নাসিকে যাও, সেখানে 'পঞ্চীকরণ', জীবন্মুক্তিবিবেক সহ বেদ, উপনিষদ শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন কর এবং ব্রহ্মচর্য পালন কর। যথাসময়ে আমি দর্শন দেব।'

সেই রাতেই নাসিকের উদ্দেশে রওনা হন বংশীধর। সেখানে পৌঁছে একজন পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যা করতে থাকেন। ব্যাকুল হয়ে গোদাবরীর তীরে বসে ভগবানের নাম জপ করেন। একদিন পরমহংসজী এসে আবার নির্দেশ দিলেন—ওঙ্কারনাথ ও মহাকাল মন্দিরে গিয়ে শিব-পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করার জন্য। বংশীধর পায়ে হেঁটে ঘন জঙ্গল পার হয়ে চলতে থাকেন। একদল ডাকাত সুন্দর সুঠাম গৌর দেহ বংশীধরকে দেখে ভাবল, নিশ্চয়ই কোনো জমিদারের ছেলে, কিন্তু তাদের ধারণা ভুল ছিল। কোনো ধনরত্ন না পেয়ে তাকে মারধোর করে ফেলে দিয়ে দিয়ে চলে গেল। স্থানীয় বিত্তবান একজন লোক ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, পথে সুন্দর একটি যুবক পড়ে আছে দেখে তাকে শুশ্রূষা করে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়ির সবার যত্ন ও চিকিৎসার দ্বারা বংশীধর সুস্থ হয়ে উঠেন। বংশীধর ভাবলেন সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে চলে এসেছি। কিন্তু এই গৃহস্থ বাড়িতে সকলের স্নেহ-মায়ার বন্ধনে যেন বাঁধা পড়ে যাচ্ছি। মনে হলো ভাগবতের জড়ভরতের কথা। বংশীধর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন ওঙ্কারনাথে। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করে নিবেদন করেন প্রাণের আকুতি।

তারপর সেখান থেকে চলে আসেন উজ্জয়িনীর পরম জাগ্রত মহাকালেশ্বর মন্দিরে। শিব-পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করতে থাকেন অবিরত। বেশ কিছুদিন পর শান্তিতে ও আনন্দে ভগবৎ-স্মরণ চলে। আরেকবার পরমহংসজী দর্শন দিয়ে বংশীধরকে বলেন, উত্তর ভারতে গঙ্গা তীরের দিকে অগ্রসর হও। সেইমতো উজ্জয়িনী থেকে চলে এলেন উত্তর ভারতে বাল্মীকি তপোবনে। সেখানে পণ্ডিতবর রাঘবেন্দ্রজীর চরণে প্রণত হয়ে নিবেদন করলেন অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। দিব্যদেহ বৈরাগ্যবান বংশীধরকে দেখে তিনি প্রীত হলেন এবং আশ্রয় দিলেন। পণ্ডিতজীর কাছে বেশ কিছুদিন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এরপর হিমালয়ে উপনীত হয়ে উচ্চকোটির যোগীমহাত্মাদের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করেন। কিছুদিন হরিদ্বার, কনখল ও

হৃষিকেশ ঘুরে কেদার ও বদরীনাথ যান। বিষ্ণুপ্রয়াগের পর্বতগুহায় হঠযোগসিদ্ধ এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হলো, কিন্তু বংশীধর যেন শান্তি ও আনন্দ পাচ্ছেন না, তাই হঠযোগী মহাত্মাকে প্রণাম করে চলে আসেন হৃষীকেশে। সেখানে আবার পরমহংসজী দর্শন দিয়ে বলেন—'বংশীধর, আনন্দবন বারাণসীতে যাও, সেখানে তোমার অভীষ্ট পূরণ হবে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হবে।' দীর্ঘদিনের তিতিক্ষা ও তপস্যা সফল করার জন্য বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার লীলা নিকেতন কাশীতে পৌঁছলেন বংশীধর।

মোক্ষদায়িনী কাশী, আনন্দদায়িনী কাশী ও বিদ্যাদায়িনী কাশীতে অগণিত ব্রহ্মবিদের তপস্যার অনন্ত প্রবাহ চারিদিকে। একদিকে যেমন তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মবিদ মহাত্মাদের দর্শন পাওয়া যায়, অন্যদিকে শাস্ত্রবিদ আচার্য ও সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহকদের দর্শন পাওয়া যায়। মন্দিরে মন্দিরে বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্যার অহরহ চর্চা চলে। বংশীধর একদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে চলে আসার সময় দেখলেন জ্যোতির্ময় এক দিব্যপুরুষ শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনা করছেন একটি ঘাটের কাছে। শিষ্যরা চারিদিকে বসে শুনছেন। বংশীধর ওই ব্যাখ্যা শুনে অন্তরে আনন্দ পান। ভক্তিভরে প্রণাম করেন সন্ন্যাসীকে আর বলেন, 'আমাকে কৃপা করে সন্ন্যাস দান করুন'। এই সন্ন্যাসী হলেন প্রখ্যাত আচার্য গৌড়স্বামী। বংশীধরকে দেখে বুঝলেন শাস্ত্রবেত্তা ও সাধননিষ্ঠ পুরুষ। তবুও পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বললেন— 'আমার কাছে তুমি থাকতে পারবে না, অন্যত্র থেকে রোজ এসে স্বাধ্যায় ও প্রবচন শুনবে।' বংশীধর প্রণাম করে চলে আসেন ও প্রতিদিন যথারীতি স্বাধ্যায় ও প্রবচন শুনতে থাকেন। ত্যাগ বৈরাগ্যের শোধন তাকে যেন পাকা সোনায় পরিণত করতে থাকে। দিনে দিনে গৌড়স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। শুভদিনে বংশীধরকে সন্ন্যাস দিলেন গুরুদেব। নাম হলো— স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

কয়েক বছরের গুরু-সান্নিধ্যে বেদান্ত দর্শন, মীমাংসা, সাংখ্যদর্শন, শৈবতন্ত্র প্রভৃতি টীকা ভাষ্য সহ আয়ত্ত করে ফেলেন বিশুদ্ধানন্দজী। গুরুর আদেশে তিনি অধ্যাপনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন। ধর্মের বিভিন্ন দিক, বহু সমস্যার সমাধান শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে করে দিতেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বেদান্তের অদ্বৈত ব্যাখ্যা শুনে শত শত সাধক শ্রোতারা কৃতকৃতার্থ হোত। বিশুদ্ধানন্দের কৃতিত্বে গৌড়স্বামীও অত্যন্ত আনন্দিত। গৌড়স্বামীর দেহান্তে তাঁর গদি বিশুদ্ধানন্দই লাভ করেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথের দর্শন ও স্তব করে আশ্রমের যাবতীয় কর্ম যজ্ঞের তত্ত্বাবধানে নিরত থাকতেন।

১৮৯০ সালের প্রয়াগের কুম্ভমেলায় তিনি যোগদান করেন। আর্ত ভক্তরা দলে দলে স্বামীজীর শিবিরের চারদিকে কৃপালাভে তৃপ্ত হোত। এরপর কাশী ছেড়ে তিনি আর অন্যত্র যাননি। চিত্তবৃত্তি সদাই ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকত। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীরা শান্তভাবে এসে স্বাধ্যায় ও প্রবচন শুনতেন।

একদিন এক সাধু একটি 'কঠোপনিষৎ' নিয়ে স্বামীজীর কাছে এসে চরণতলে বসেন। স্বামীজী ব্যাখ্যা করতে করতে ক্রমে বললেন— সেই প্রসিদ্ধ কারিকাটি যার মধ্যে বলা আছে সুষুম্না নাড়ির কথা। এই সুষুম্না নাড়ির পথেই আপ্তকাম যোগীর প্রাণ উৎক্রমণ করে। কয়েকদিন পরেই চন্দন একাদশীর পুণ্যতিথি, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ। শরীরের অবস্থা বুঝে স্বামীজী শিষ্যদের বললেন— আমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল। শিষ্যরা শোকবিহ্বল। স্বামীজী বললেন— আত্মজ্ঞানীর জন্মমৃত্যু নেই। ধৈর্য ধর তোমরা। শিষ্যরা পূত দেহটি নিয়ে গঙ্গার ঘাটে সুবন্দোবস্ত করে উপবেশন করালে স্বামীজী সজ্ঞানে প্রাণবায়ুকে চালিত করেন সুষুম্মার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে। সকলে 'ওঁ'-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল। তারপর একসময় মরদেহটি পুষ্পচন্দনে সুগন্ধিত করে বিসর্জিত হয় পূত সলিলা গঙ্গা মায়ের কোলে।

(সৌজন্যে : 'আশ্রম')

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে **SIP করুন**

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

উজ্জয়িনী পূর্ণকুম্ভ এবং হরিদ্বার অর্ধকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল:-

অমৃতকুম্ভমেলার কথা

— লালঠাকুর

(হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী একত্রে)

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

প্রকাশক : জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.
কলেজ স্কোয়ার ইস্ট,
ব্লক-৪, স্টল নং -৩৩, কলিকাতা-৭৩

প্রাপ্তিস্থান : চেতনা বুক স্টল
আরামবাগ (গৌরহাটীর মোড়) হুগলী

যোগাযোগ : বিমল মুখোপাধ্যায়
মো:- ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮
৮৩৪৮৮০৬১৫৩

তুমি হিন্দু, এতে প্রাদেশিকতা নাই, গণ্ডি নাই : ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

হিন্দু! যে হিন্দুই হও না তুমি, বৌদ্ধই হও, শিখ-জৈনই হও, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব বা সনাতনীই হও, আর যেই হওনা কেন, করাল কুটিল ব্যত্যয়ী বিপর্যয়কে উপভোগ করে দাম্ভিক আত্মম্ভরিতায় গা ঢেলে দিয়ে এখনও যদি ভাবতে না পার— প্রত্যেক হিন্দু তোমার আত্মীয়, প্রত্যেকটি হিন্দু তোমার পালক, প্রত্যেকটি হিন্দু তোমার পোষক, প্রত্যেকটি হিন্দুই তোমার পূরক, তোমার সত্তা-সংবর্ধনার হোতা তারাই, কৃষ্টিপ্রদ ইষ্ট ভ্রাতা তারাই, তাদের সুখে, তাদের দুঃখে, তাদের অপচয়ে তুমি যদি এখনও ফুল্লদরদি হয়ে না উঠতে পার, বুঝতে পারছ না এখনও কী ভীতি বিহ্বল আবর্তে তুমি পদক্ষেপ করছ? তুমি বুঝতে পারছ না এখনও তোমার কেউ নাই? হাত ধরে তুলতে হলে এরাই যে তোমার উদ্ধাতা, আদর্শ ও কৃষ্টির পুরোহিত এরাই তোমার। তাই অবজ্ঞা করো না কাউকে, বিদ্রুপ কটাক্ষ নিয়ে কারও দিকে তাকিও না, এমন ভাষা প্রয়োগ করো না যাতে উদ্বুদ্ধ না হয়ে আঘাত পায় তারা। এমন কর্ম করো না যে সেবা তোমাকে পরমুখ করে, তাদিগকে সমৃদ্ধ করতে। ফেরো এখনও। কলুষ-কঙ্কাল ওই প্রবৃত্তির প্রেতিনী কাঠামো নিয়ে একান্ত তোমারই যারা তাদের সামনে আর দাঁড়িও না। স্পর্ধিত স্বার্থলোলুপ সঙ্কীর্ণতা নিয়ে এখনও যদি অন্যকে অবজ্ঞা কর, নৃশংস অবজ্ঞায় অবজ্ঞাত হবে তুমি। হাতে কলমে এটা বুঝেও যদি না বুঝে থাক, ভবিষ্যৎ আর অপেক্ষা করবে না তোমাকে বোঝাতে কিন্তু; সময় আর নাই। দিন চলে গেছে— প্রত্যক্ষের সক্রিয় দিবালোকে তুমি আজ উপস্থিত, যা' করবে তা' হাতে-কলমে করতে হবে এখন থেকেই, হয় বাঁচতে হবে, নয়তো

মরণ-পদক্ষেপে চলতে হবে; যার নাই— দুর্বল-দৈন্যগ্রস্ত সে— দিতে হবে তাকে, সবল করে তুলতে হবে, সম্পদশালী করে তুলতে হবে, যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে, স্বতঃ-অনুপ্রাণনায়, স্বতঃ- সহযোগিতায় উন্নীত করে তুলতে হবে, সব রকমে সর্ববিধ প্রচেষ্টায় পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হয়ে উঠতে হবে। সব দিক দিয়ে বাস্তবে; তুমি হিন্দু, এতে প্রাদেশিকতা নেই, গণ্ডি নেই, সীমায় কোনো রেখাপাত করা নেই, ব্যহতই হও বা ব্যর্থই হও কারও কাছে সে ত্রুটি না নিয়ে— তোমার যা আছে তাই নিয়ে ব্যবহার ও সেবায় পরিমার্জিত করে তোল তাদিগকে, অন্যান্য অপঘাতী অন্যায়ের নিরোধী শাসন, তুমিও যেমন চাও, প্রীতি-প্রসন্ন হৃদয়ে তাদের প্রতিও তাই করো। আর্য রক্তবাহী তোমরা, আর্য রক্ত যেখানেই যেমনভাবে রূপায়িত হয়েছে তাকেই আপন করে তোল, সহানুভাবুক করে তোল, সহযোগী করে তোল, তোমার ঘরে, তোমার গ্রামে, তোমার দেশে প্রত্যেকেরই স্থান, প্রত্যেকেই তোমার তুমিও প্রত্যেকের তেমনি, তাদের সেবা-সংরক্ষণী। বাক, কর্ম ও ব্যবহারে দায়িত্ব নিয়ে সানুকম্পী সক্রিয়তায় দরদির মতো তাকে ধরে তোল, তুষ্ট কর, পুষ্ট কর, পরিপূরক হয়ে ওঠো, অটুট বজ্র-বিক্রমে পরাক্রমী হও— তাদের রক্ষায়, তাকে বাঁচাতে, আশ্রয় দিতে, শত্রুকে নিরোধ করতে; জাতীয় রজরঞ্জিত কৃষ্টিও সার্থক তাতেই; এই চেষ্টায়, এই চলনে এতটুকুও পিছপাও হয়ো না। বোধ শক্তি ও সামর্থ্য মতো যা সম্ভব তা দিয়ে, চিন্তায় ভাব— এরা তোমার আপনার, বাক্যে বল, এরা তোমার আপনার, কার্যে করে তোল এদের আপনার জন, আবার অন্যকেও আত্মীয়কৃত করে তোল, ওই রকমে, সাদর সম্ভাষণে, সঙ্গতির সানন্দ অভিযানে একত্রে চল সবাই, সে ঋক্‌কে আবার স্মরণ কর, মনন কর, আবার বল—

'সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং সংবো মনাসি জানতাম্।

দেবাভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে।।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা
জুহোমি।।"

—সক্রিয়তায় মূর্ত করে তোল তাকে, আর এই হচ্ছে তোমার মুক্তির পথ, বৃদ্ধির পথ।

"আর্যকৃষ্টির যা ব্যাঘাত, খড়্গে তোরা কর নিপাত।

বর্ণ ভাঙলে সর্বনাশ, ধ্বংসে রাষ্ট্র জাতি দাস।"

সংকলক : ডাঃ শ্রীনিবাস মণ্ডল

শনির পর কেন আসে রবিবার

বিমান নাথ

সোমবারের পর কেন আসে মঙ্গলবার? অর্থহীন প্রশ্নের মতো শোনালেও প্রশ্নটা আদৌ আজগুবি নয়। সপ্তাহের দিনগুলির নাম যেহেতু আকাশের গ্রহ আর উপগ্রহদের দিয়েই চিহ্নিত (রবি যদিও একটি নক্ষত্র), তা হলে সোম-মঙ্গল-বুধ এই অনুক্রমটির সঙ্গে সৌরমণ্ডলে গ্রহ আর উপগ্রহের অবস্থানের মিল নেই কেন? সৌরমণ্ডলে কোথায় শুক্র আর কোথায় শনি,—সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে একটি দ্বিতীয় আর একটি একেবারে মঙ্গল-বৃহস্পতি পেরিয়ে— অথচ শুক্রবারের পরেই চলে আসে শনিবার।

মজার ব্যাপার, বারগুলির এই অনুক্রমটি অন্য অনেক দেশেও আছে। যদিও যে ভাষাগুলিতে লাতিনের প্রভাব পড়েছে, সেগুলিতে কিছু অদলবদল হয়েছে, গ্রহদের নামের জায়গায় সেই গ্রহদের সঙ্গে জড়িত

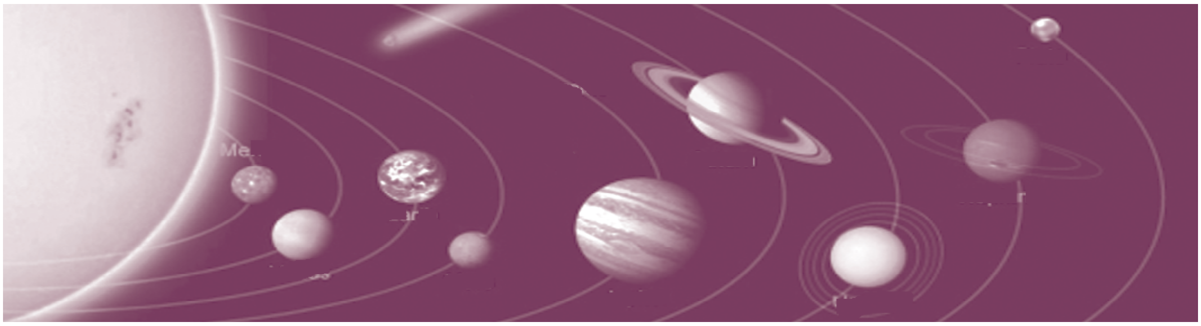

রোমান দেবদেবীর নাম ঢুকে পড়েছে। আর অন্য কয়েকটি ভাষায়, যেমন ইংরেজি বা জার্মানে, রোমান দেবদেবীর জায়গায় অন্য সভ্যতার দেবদেবীর নাম এসে গেছে। রোমানদের কাছে বৃহস্পতি যেমন আকাশের দেবতা, তেমনই ভাইকংদের বজ্রের দেবতা 'থর'। তাই বৃহস্পতি-বার ইংরেজিতে হয়ে গেছে Thursday বা Thor's-day। কী করে আমাদের ভাষাগুলিতে সপ্তাহের দিনের এই বিশেষ অনুক্রমটি পাকাপাকি ভাবে এল, সেটিও সত্যিই খুঁজে দেখার মতো একটি বিষয়।

শুধু এখনকার ভাষায় নয়, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই বারের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া গেছে ব্যাবিলনে। ব্যাবিলনে নক্ষত্র ছাড়া আকাশে অন্যান্য যে জ্যোতিষ্ক ঘুরে বেড়ায়— সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি (খালি চোখে যেহেতু ইউরেনাসের পরের গ্রহদের দেখা যায় না)— তাদের মনে করা হোত একেকজন দেবদেবী, যাঁদের প্রভাব পড়ে পৃথিবীর মানুষের জীবনে। তারা এই 'গ্রহ'দের সাজিয়েছিল আকাশে এদের গতি অনুসারে, পৃথিবী থেকে যেরকমটি মনে হয়। (চন্দ্র ছাড়া আসলে যদিও কোনো বস্তু পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না।) যেমন পৃথিবীর আকাশে একই জায়গায় ফিরে আসতে শনির লাগে সবচেয়ে বেশি সময়, ২৯ বছর। এর পর আসে বৃহস্পতি (১২ বছর), মঙ্গল (৬৮৭ দিন), সূর্য (৩৬৫ দিন), শুক্র (২২৫ দিন), বুধ (৮৮ দিন) আর চন্দ্র (২৭ দিন)। এই অনুক্রমেই বারগুলো সাজানো থাকলে সহজ হোত না কি?

ওপরের এই ক্রমটির মধ্যেই কিন্তু আমাদের বারের ক্রম লুকিয়ে আছে। সেটা পেতে গেলে কোনো একটি দিনে শুরু করে তার পরের দু'টি গ্রহ ছেড়ে দিতে হবে। যেমন যদি রবিবার দিয়ে শুরু করি, তাহলে এর পরের শুক্র আর বুধকে ছেড়ে দিলে পাব চন্দ্র, মানে সোমবার। তারপর (আবার শুরুতে ফিরে গিয়ে) শনি আর বৃহস্পতিকে ছেড়ে দিয়ে পাই মঙ্গলবার। প্রশ্ন হলো, এই অদ্ভুত নিয়ম এল কোথা থেকে!

রোমান ইতিহাস-লেখক প্লুটার্কের ১০০ খৃষ্টাব্দে লেখা একটি বইয়ের সূচিপত্রের পাতায় তাঁর একটি প্রবন্ধের কথা জানা যায়, যার বিষয় ছিল 'বারগুলি গ্রহদের ক্রমানুযায়ী সাজানো হয় কেন?' সেই বইটি অবশ্য, কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালের আরেকজন ইতিহাস-রচয়িতা দিও ক্যাসওসের লেখায় তখনকার দিনের জ্যোতিষীদের একটি প্রচলিত প্রথার কথা জানা যায়। এই প্রথা অনুসারে, যা মনে করা হয় আলেকজান্দ্রিয়াতে শুরু হয়েছিল, দিনের প্রতিটি ঘণ্টাকে এই সাতটি গ্রহদের নামে চিহ্নিত করা। আর দিনের প্রথম ঘণ্টার সঙ্গে জড়িত গ্রহকে ভাবা হোত সেই দিনের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী গ্রহ এবং দিনটিকে সেই গ্রহের নাম দেওয়ার হোত।

জ্যোতিষীদের এই বিশ্বাসই আমাদের ভাষায় বারগুলিকে এখনকার মতো সাজিয়েছে। দিনে ২৪ ঘণ্টার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন সাতটি গ্রহের সাতজন দেবতা। প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টার ভার যদি শনির হাতে দেওয়া যায় (শনি যেহেতু আমাদের তালিকায় সবচেয়ে ওপরে), তাহলে এর পরের ঘণ্টাগুলির 'রক্ষাকর্তা' হবে একে একে বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র... ইত্যাদি। কিন্তু ২৪-কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে তিন। তাই ২২, ২৩, ২৪ নম্বর ঘণ্টার নাম হবে আবার শনি, বৃহস্পতি আর মঙ্গলের নামে। আর তা হলে ২৫তম ঘণ্টা, যেটা পরের দিনের প্রথম ঘণ্টা হবে, সেটা হবে রবির নামে চিহ্নিত। তাই শনিবারের পরের দিনের নাম হবে রবিবার। ঠিক একই নিয়মে দেখা যাবে ২৯তম ঘণ্টার (তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টা) ঘরে থাকবে চন্দ্র, আর তৃতীয় দিনের নাম হবে সোমবার।

প্রাচীন ভারতে সপ্তাহ, ঘণ্টা ইত্যাদির ব্যবহারে গ্রিক আর ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছে বলে ইতিহাস-রচয়িতারা মনে করেন। আলেকজাণ্ডারের এশিয়া বিজয়ের পর ইউরোপ, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের আরও যোগাযোগ বাড়ে। তাই বর্তমানের বেশিরভাগ ভাষায় যে একই ধরনের দিনের ক্রম সাজানো আছে, তা মোটেই আশ্চর্যের নয়।

সৌজন্যে : আনন্দমেলা

রাজ্য পরিচিতি

গুজরাট

ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গুজরাট রাজ্য। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস- সম্পদেও সমৃদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রাজ্যেই সমুদ্রতটে তাঁর রাজধানী দ্বারকা স্থাপন করেছিলেন। আয়তন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৪ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬২৮ জন। ভাষা গুজরাটি। গান্ধীনগর রাজধানী। কাণ্ডলা উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রধান বন্দর। কর্ণাবতী (আমেদাবাদ) সুতিবস্ত্রের জন্য জগদ্‌বিখ্যাত। মহাত্মা গান্ধী, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল এই রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাজ্যের সন্তান। সবরমতী , নর্মদা ও তাপ্তী প্রধান নদী। গির অরণ্য দেশের মধ্যে সিংহের একমাত্র অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত। সোমনাথ মন্দির দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পালিতানা জৈনতীর্থের জন্য বিখ্যাত। এখানে ৮৬৩টি মন্দির আছে। লোকনৃত্য গরবা।

প্রশ্নবাণ

১.শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম কী?

২.গাণ্ডীব কী?

৩.ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী কে?

৪.অশ্বত্থামা কার পুত্র?

৫.কুরুক্ষেত্র বর্তমান কোন্ রাজ্যে?

উত্তর : ১. পাঞ্চজন্য। ২. অর্জুনের ধনুক। ৩. হিড়িম্বা। ৪. দ্রোণাচার্য। ৫. হরিয়ানা।

ছবিতে অমিল খোঁজ

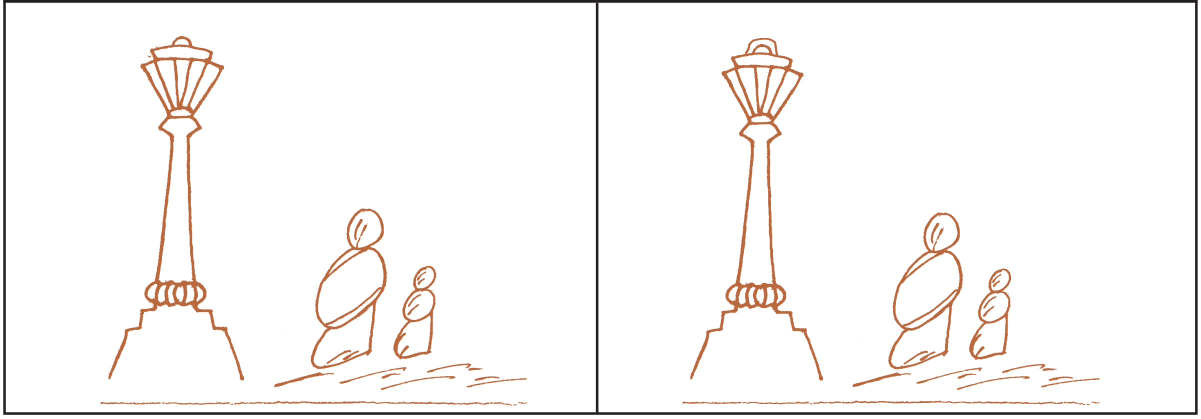

ছোটদের কলমে

পাঠশালা

অনুভব বেরা, উলুবেড়িয়া

আমার অনেক বন্ধু আছে
থাকি আমরা সবার সাথে।
দাদাভাইরা, দিদিভাইরা
আমাদের বড় ভালোবাসে।

যত্ন করে পড়ান তাঁরা
মারেন নাকো কেউ,
আমাদের এই পাঠশালাতে
আনন্দেরই ঢেউ।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

বিজ্ঞাপন ও নারী

রিনি রায়

হাটে-বাজারে, বাড়ি-সেতুতে, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে, সংবাদপত্রে, প্রচার গাড়িতে সর্বত্র যার উপস্থিতি চোখে পড়ে, তা আর অন্য কিছু নয়— বিজ্ঞাপনের পোস্টার বা হোর্ডিং। নানান শরীরী বিভঙ্গে হাস্যময়ী, লাস্যময়ী সুদর্শনাদের দেখা মেলে সেখানে। বর্তমানের ভোগসর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় পণ্যের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনে কোম্পানিগুলি (তা সে স্থানীয় ক্ষুদ্র, মাঝারি হোক বা বৃহৎ, বহুজাতিক সংস্থা) নারীকে বিজ্ঞাপনে প্রায় অপরিহার্য করে তুলেছে। মহিলাদের ব্যবহার্য পণ্যসকল বাদ দিয়েও মায় ব্যাঙ্কের লোন থেকে পুরুষের শেভিং ক্রিম, পারফিউম পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র নারীর উপস্থিতি। বলাই বাহুল্য বর্তমান সময়ে আমরা যখন নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বক্তৃতা, সেমিনার, আলাপ- আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চালাচ্ছি— সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনের দৌলতেই বহু নারীর কাছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এই স্বাধীনতাই নারীর হাতে তুলে দিচ্ছে আত্মসম্মান ও ক্ষমতার মানদণ্ড। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই নারী খুঁজে পাচ্ছে তার নিজস্ব পরিচিতি। বাবা নয়, স্বামী নয়, পুত্র নয়— একান্ত স্বপরিচয়েই সমাজের বুকে নির্মাণ করছে তার পরিচিতির, প্রতিপত্তির নিজস্ব সৌধ।

তবে সব বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও কিছু সদর্থক ও নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সদর্থক ক্ষেত্রটির কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞাপনের জগতে নাকি নারীকে কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যরূপেই আলোচিত হয়েছে। তাই এবার নঞর্থক দিকটির প্রসঙ্গে আসা যাক। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞাপনের জগতে নাকি নারীকে কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যরূপেই উপস্থাপিত করা হয়— যা আদৌ কাম্য নয়। আর সেই কথার সূত্র ধরেই নারীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত স্বাধীনতায় ঢুকে পড়ে রক্ষণশীলদের অনধিকার ‘হস্তক্ষেপ’-এর করাল গ্রাস। নারী কেবলমাত্র শরীরসর্বস্ব সত্তা নয়। শরীর ব্যতিরেকে তার মনেরও অস্তিত্ব আছে। আর্থিক, মানসিক, চিন্তন ও পেশাগত স্বাধীনতার আস্বাদ উপভোগ করার অধিকার আছে (এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে এ স্বাধীনতা যেন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত না হয়)।

নঞর্থক মতের সূত্র ধরে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের মডেলদের বা কর্পোরেট সংস্থাগুলির দোষ চাপিয়ে বা সমালোচনা করে অব্যাহতি পাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। বরং এর মূল কারণ খুঁজে তা বিশ্লেষণ করে সাধ্যমতো প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে। উপভোক্তা এবং বিজ্ঞাপন উভয়েই উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত। উপভোক্তা যেমন বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি তাদের পছন্দ-অপছন্দ, বর্তমান ‘ট্রেন্ড’-এর কথা মাথায় রেখেই বিজ্ঞাপন তৈরি হয়। এদেশের উপভোক্তা বর্তমানে জাঁকজমকপূর্ণ, উত্তেজক, স্বল্পবসনা গ্ল্যামারাস সুদর্শনার দ্বারা বিজ্ঞাপিত বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হচ্ছে। তাই সেই অনুসারেই বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে সর্বপ্রথম আমাদের মনস্থিতির পরিবর্তন দরকার। সবদিক বিবেচনা করলে যেটা উঠে আসে বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত বস্তুর উপস্থাপনা যেন অকারণ এবং বাহুল্য দোষমুক্ত হয়। পণ্যকে উপভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম বিজ্ঞাপন যেন রুচিশীলতা, দৃষ্টিনন্দন ও পরিশীলিত সংস্কৃতির অনুশীলনলব্ধ হয়। পরিশেষে বলা যায়, যাদের (মডেল) মাধ্যমে বিজ্ঞাপন উপস্থাপিত হচ্ছে এবং যাঁরা বিজ্ঞাপন তৈরি করছেন (উৎপাদনকারী) উভয়েরই সামাজিক, সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা, সচেতনতা থাকা দরকার। ▌

অতিথি কলম

হায়দরাবাদের গবেষক ছাত্রের আত্মহত্যায় প্রধানমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশকেও তাচ্ছিল্য করল মোদী বিরোধীরা

স্বপন দাশগুপ্ত

সম্প্রতি নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র বারাণসীর এক অনুষ্ঠানে সারা দেশের মানুষের মতোই মেধাবী গবেষক রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যায় প্রধানমন্ত্রী মোদী গভীর দুঃখ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। মোদী বলেন, 'আত্মহত্যার কারণ নিশ্চয় থাকবে আর সঙ্গে থাকবে রাজনীতি, কিন্তু এক মা তাঁর প্রিয়তম সন্তানকে হারিয়েছেন। তাঁর মর্মবেদনা আমি অনুভব করতে পারছি।'

নিশ্চিতভাবেই একজন প্রধানমন্ত্রীর উপযুক্ত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই প্রতিক্রিয়া। বস্তুতপক্ষে রোহিতের করুণ মৃত্যুর পর যে বিতর্ক দানা পাকাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর এই উত্তরে তা কেটে যাবে এমনটাই ছিল প্রত্যাশিত।

কিন্তু পূর্ব ভারত থেকে প্রকাশিত যে দৈনিক পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন ধরে একতরফাভাবে মোদীর কুৎসা করে চলেছে এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। তারা মোদীর এই শোক জ্ঞাপনকে 'ছলনা' বলে বর্ণনা করেছে। ব্যাপারটা পাঠককে তাদের মতো করে বোঝাতে তারা প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক নানান অনুষ্ঠানের ছবি তুলে সেখানে তাঁর 'হাসিমুখ' তুলে ধরেছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার— রোহিতের জন্য মোদী কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন, ভেতরে ভেতরে তিনি উল্লসিত।

অন্যদিকে, প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী দীর্ঘায়ু মৃণালিনী সারাভাইয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মোদী সরকারের ঘোর বিরোধী-কন্যা মল্লিকা যিনি মোদীর বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে নিজের জামানত খোয়াতে সফল হয়েছিলেন, তিনি তাঁর মায়ের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন না করার কারণে মোদী ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির অবমাননা করেছেন বলে বিষোদ্গার করেছেন।

এই অপবাদ যে নির্জলা মিথ্যা তার প্রমাণ তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরেই মৃণালিনী দেবীর পুত্রকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমবেদনা জানিয়ে চিঠি দেন। অবাক হওয়ার কথা, কীভাবে অবলীলায় মোদীকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে মায়ের মৃত্যুও ছাড় পায় না। সে সংক্রান্ত সঠিক তথ্যও মিথ্যে হয়ে প্রচার পেয়ে যায়। আবার হায়দরাবাদের বিয়োগান্তক ঘটনাটি থেকে শেষ ফোঁটা অবধি রাজনৈতিক দোহন জারি রাখতে হিন্দি কবি যিনি আবার এক সময় মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর সভাকবি ছিলেন ও অধুনা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ফেরত দিয়ে খবর হয়েছেন সেই অশোক বাজপেয়ী ভাবলেন খবরে আসার এ সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই কোন অনাদি অতীতে তাঁকে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া তাঁর সাম্মানিক ডক্টরেট তকমা ফেরত দেওয়ার হুঙ্কার দিয়েছেন। সম্প্রতি এক টিভি চ্যানেলের মাধ্যমের বিতর্কে যোগ দিলে সঞ্চালক তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে প্রমাণ করেন যে তিনি আত্মহত্যার কারণ ও পটভূমি কোনো কিছুই আদৌ জানেন না। মোদীকে খাটো করা যাবে জেনেই নেমে পড়েছেন।

বিগত মাত্র একটি সপ্তাহের এই তিনটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ দিলাম। মোদী সরকারের সামগ্রিক কাজকর্মের প্রেক্ষাপটে এগুলি বুদবুদের অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর। এই সরকারের ইতিহাসের পাদটীকায় আসার যোগ্যতাও এগুলির নেই। কিন্তু একেবারে আনমনা দর্শক যাঁরা অনেক সময়ই এটা ওটা চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে টিভি দেখেন তাঁদেরও মিডিয়ার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কার্যকলাপ নজর এড়াবে না। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে

আজকাল মোদী বিরোধিতা আর রাজনীতির চৌহদ্দিতে আটকে নেই। তা অত্যন্ত কদর্যভাবে ব্যক্তি আক্রমণের লাগামছাড়া চেহারা নিয়েছে।

বলতে লজ্জা হয় এই শ্রেণীর ধারণায় দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারটি 'জারজ'— তা সেই সরকার যতই বিপুল জনসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হোক না কেন। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীকে রাজনৈতিকভাবে ও ব্যক্তি কুৎসার রসে চোলাই করতে হবে।

সন্দেহ নেই কুৎসিৎতম আক্রমণগুলি আসছে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত অনুচর এবং এএপি-র তথাকথিত দুর্মুখ স্বেচ্ছাসেবকদের' কাছ থেকে। একটা কথা বলা জরুরি যে, এই আগ্রাসন কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দলের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। একেবারে নতুন দু'টি ফ্রন্ট এখন পুরোমাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে কী করে মুছে দেওয়া যায়, ধ্বংস করা যায় নরেন্দ্র মোদীকে। এই যুগল আততায়ীরা হলেন (১) প্রচার মাধ্যম ও (২) বুদ্ধিজীবী বাহিনী।

এর মধ্যে মিডিয়ার নঞর্থক সমালোচনা করার মধ্যে তাদের একটা আধা দার্শনিক ভাবনা কিছুটা হয়তো সক্রিয় হতে পারে। যা হলো তাদের কাজ সরকারের সমালেচনা করা। এক্ষেত্রে তো বিশেষ করে সমালোচনা আক্রমণের পর্যায়ে অনায়াসে পৌঁছোতে পারে। কেননা সরকারের প্রধান তাঁর বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে তাঁদের উড়োজাহাজে জায়গা দেন না। এই বিষয়টা আবার নিজেদের অধিকার-বোধ সম্পর্কে একটা গগনচুম্বী ভ্রান্ত ধারণারও কিছুটা ফলশ্রুতি। কোথাও আকাশভ্রমণ বাধ্যতামূলক এমনটা

লিখিত নেই। তবে সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে এই সাংবাদিককুলের মতামতকে একেবারেই পাত্তা না দেওয়া।

এর মূল কারণ মোদী গুজরাটে নয় নয় করে ১২ বছর সফলভাবে সরকার পরিচালনা করেছেন। এঁদের অবিরাম ও তীব্র বিরোধিতায় কখনও ভাটা পড়েনি। কিন্তু মোদী টিকে থেকেছেন। গুজরাটও এগিয়ে গেছে। আর এর পর তো তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ও জিতেছেন আর সে বিজয় মিডিয়ার আনুকূল্যে নয়, বরং তাদের ছাড়াই।

এই কথাটা ঠিক এমনই সত্যি বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও বিশেষ করে এঁদের একটা বড় ঝাঁক মনে করে রাষ্ট্র তাদের কাছে কোনো না কোনোভাবে ঋণী। তাঁদেরকে সদা এক সম্মানীয় জীবন প্রণালীর মধ্যে জারিত রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। নিদেনপক্ষে বলতে হবে তোমরা মহা মূল্যবান। হিন্দিতে চলতি কথায় যাকে বলে 'ভাও' খাওয়ানো। এই বিশ্লেষণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রেখেছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন যে ভারতবর্ষে এই প্রথম একটি 'বুদ্ধিজীবী বিরোধী' সরকার ক্ষমতাসীন। এর মাধ্যমে তাঁরা এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা 'অপ্রাসঙ্গিক', কেননা তাঁরা আর সরকারি বদান্যতায় তেমন উচ্চাসনে বা দুধেভাতে নেই।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে পূর্বতন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচারের ভাগ্যেও এমনটাই জুটেছিল। মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁর ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত সাকুল্যে তিন তিনবার এর জমানায় আদা জল খেয়ে তাঁর পেছনে পড়েছিল। বস্তুতপক্ষে তারা থ্যাচারের কাজকর্মের বিরুদ্ধে সমরাস্ত্রহীন যুদ্ধ জারি রেখেছিল। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডের দাম্ভিক বৌদ্ধিক চর্চাকাররা থ্যাচারের মতো একজন এত দীর্ঘদিনের ইংরেজ প্রধানমন্ত্রীকে একটা সাম্মানিক ডক্টরেট পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে। রাজনীতির ইতিহাসে এমন উদাহরণ অনেক। আমেরিকার নিক্সন, রেগান, বুশ বা ইংল্যান্ডের থ্যাচারদের রাজনৈতিক জীবন এই বিরুদ্ধবাদীদের ইচ্ছায় তৈরি হয়নি বা এদের প্রতিবাদে আটকেও থাকেনি। শুধু নিক্সন নিজের স্বখাত সলিলে ডোবা ছাড়া থ্যাচার বা রেগ্যানের বিদায়ের পরও তাদের শাসনকালের উত্তরাধিকার দীর্ঘদিন তাঁদের দেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক ছিল।

প্রসঙ্গত থ্যাচার ও রেগান এই দু'জনের চরিত্রের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁদের দু'জনেরই নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল আর ছিল প্রচণ্ড জনসংযোগ দক্ষতা। নরেন্দ্র মোদী একান্তভাবেই মৌলিক নানান পরিকল্পনায় মশগুল যা দেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে। এখন নিতান্ত দরকার তাঁর এই অসাধারণ যোগাযোগ ক্ষমতাকে একটি নির্দিষ্ট গতিপথে চালনা করা যাতে তা সরাসরি জনতার কাছে পৌঁছে সত্য উন্মোচিত করতে থাকে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

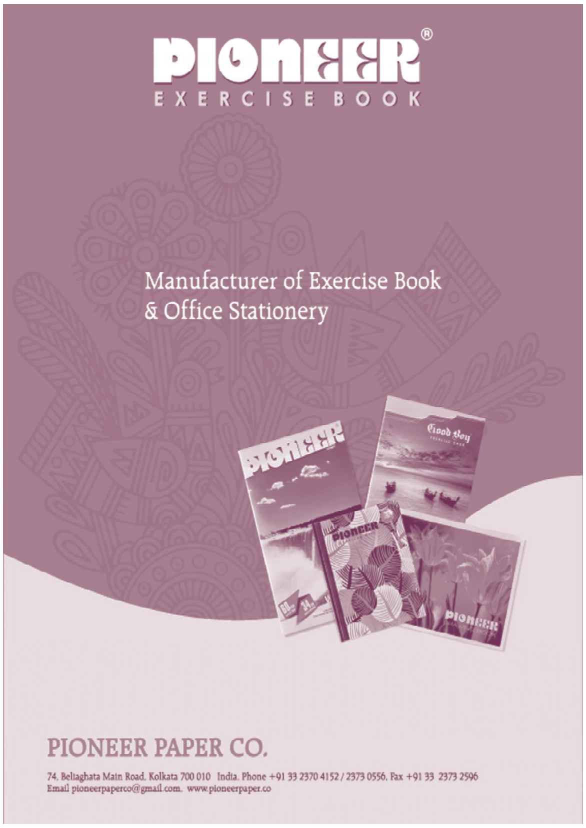

হায়দরাবাদের গবেষক ছাত্রের আত্মহত্যা নিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি

দেবব্রত ঘোষ

হায়দরাবাদের গবেষক ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যাজনিত অকাল মৃত্যু অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক ও অতীব বেদনাদায়ক ঘটনা। এই মৃত্যু নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা ততোধিক দুঃখজনক এবং মৃতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। সোনিয়া-রাহুলের কংগ্রেস, লালু-নীতিশ-মুলায়ম- মায়াবতী এই চার জাতপাত ভিত্তিক আঞ্চলিক দল একই সুরে নোংরা ধ্বংসাত্মক বিভেদমূলক রাজনীতির খেলায় নেমেছে। এদের দোসর সিপিএম-সহ বামপন্থী দলগুলো, আমআদমি নামক ভুঁইফোঁড় দলটি এবং আমাদের রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। লক্ষ্য একই— দলিত ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে যতটা লাভবান হওয়া যায়।

মেধাবী ছাত্র রোহিত তার লেখা সুইসাইড নোটে বিজেপির কোনো নেতা, মন্ত্রীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভাবেই দায়ী করেননি। আর এস এস-কেও দায়ী করেননি। তবে ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ভিন্নমুখী রাজনৈতিক দল ও মঞ্চগুলো সকলেই বিজেপিকে ও আর এস এস-কে দায়ী করছে কেন? দলিত হত্যা বিজেপি জমানায় শুরু হয়নি, কংগ্রেস জমানায় তার শুরু। স্বাধীনতার পরে টানা কয়েক দশক ধরে দেশে কংগ্রেসী শাসন ছিল। কেন্দ্রে তো বটেই, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা-সহ গোটা উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভারতে দীর্ঘ কয়েক দশক টানা রাজত্ব করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসী জমানায় দিল্লী, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, দক্ষিণভারতে অসংখ্য দলিত হত্যা হয়েছে। সোনিয়া-রাহুল নীরব কেন এ ব্যাপারে?

দলিত নির্যাতন, দলিত নারী ধর্ষণ, দলিত শিশু বা বৃদ্ধকে পুড়িয়ে মারা, দলিত যুবকদের পিটিয়ে মারা নরেন্দ্র মোদীর জমানায় শুরু হয়নি, এমনকী পূর্ববর্তী বাজপেয়ী সরকারের আমলেও নয়। শুরু হয়েছিল কংগ্রেস আমলে— ইতিহাস তার সাক্ষী। বিজেপি এবং আর এস এস— দু'টো সংগঠনেই নিম্নবর্ণের বহু কর্মী, নেতা ও সমর্থক ছিলেন, আজও আছেন। বিজেপি ও আর এস এস জাতীয়তাবাদী সংগঠন, সর্বভারতীয় সংগঠন, কোনো প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সংগঠন নয়।

কেন্দ্রের শ্রমমন্ত্রী বন্দেরু দত্তাত্রেয় এবং মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি--- দু'জনের কেউই রোহিতের আত্মহত্যার জন্য দায়ী নন। তাঁর আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়েই বলা যায় ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির পর থেকে হায়দরাবাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজেপি বিরোধী বিক্ষোভ চলছিল। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল সন্ত্রাসবাদী ও খুনি ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি রদের দাবিতে। সেই বিক্ষোভে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের অন্যতম ছিলেন রোহিত ভেমুলা। যে ইয়াকুব মেমন ইসলামিক জেহাদ ও সন্ত্রাসের এক নায়ক ও অসংখ্য নিরীহ মানুষের হত্যার জন্য দায়ী সেই ইয়াকুব মেমনের সমর্থনে কোন যুক্তিতে হায়দরাবাদের ওই ছাত্র সংগঠন সক্রিয় আন্দোলন করছিল এবং কোন যুক্তিতে রোহিত ভেমুলা সেই আন্দোলনে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই অজানা ইতিহাসকে উন্মোচন না করে বিরোধী দলগুলো বুক চাপড়ে দলিতের প্রতি শোক প্রকাশ করছে, তা মানবিক কারণে নয়, স্বার্থের জন্য। কেন রোহিত-সহ ওই ছাত্র সংগঠন খুনি ইয়াকুব মেমনের সমর্থক?

যে কোনো অকালমৃত্যুই দুঃখজনক সেটা বর্ণ হিন্দু হোক, ব্রাহ্মণ হোক, উচ্চবর্ণের কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় হোক, এসস, এসটি, ওবিসি যাই হোক মৃতের পরিচয়। রোহিত দলিত ছিলেন বলেই কি এতো মাতামাতি হোত? না। হোত না, কারণ দলিত সম্প্রদায়ের ভোটকে ইনক্যাশ করতে হবে। তাই বাহ্যিক শোকের প্রাবল্য ও মিডিয়ার টিআরপি বাড়বে তাই সংবাদ শিরোনাম।

এসসি, এসটি, ওবিসি মানেই দরিদ্র নয়। দলিত মানেই দরিদ্র নয়। এদেশে অসংখ্য

এসসি, এসটি, ওবিসি, দলিত রয়েছেন, যাঁরা যথেষ্ট বিত্তশালী ও প্রভাবশালী। আবার বহু উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়ে রয়েছেন যারা হতদরিদ্র বা নিম্নবিত্ত। বহু অযোগ্য বা কম যোগ্য ছেলেমেয়ে এসসি, এসটি, ওবিসি হওয়ার সুবাদে চাকরি পান কোটা সিস্টেমে, আবার বহু মেধাবী, অতি মেধাবী, অধিকযোগ্য ছেলেমেয়ে উচ্চবর্ণের হওয়ার জন্য বঞ্চিত হন চাকরি পাওয়া থেকে। তাঁদের প্রতি কংগ্রেস, লালু-নীতীশ-মুলায়ম, কেজরিওয়াল, মমতা এবং তাবৎ বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াকুল নীরব কেন? কেন এই রাজ্যে কলেজের গেস্ট লেকচারারগণ পুলিশের হাতে মার খান?

রোহিতের মৃত্যু নিয়ে বিজেপি-বিরোধী দলগুলোর এই আত্মঘাতী রাজনীতি আখেরে ভারতবর্ষের ক্ষতি করবে, যদিও আঞ্চলিক দলগুলো সাময়িক লাভবান হবে যাদের ধ্বনি উচ্চবর্ণ নিপাত যাক, নিম্নবর্ণ জিন্দাবাদ। এই নোংরা রাজনীতিকরা কী পাকপন্থী জঙ্গি ইয়াকুব মেমনকে সমর্থন করেন? করলে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিন। ▌

মহীশূরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

‘সেকুলার’ বিজ্ঞানীদের দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামি আবারও প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৩-৭ জানুয়ারি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস। ভারতীয় নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী বেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণন মন্তব্য করেছেন যে, এই বিজ্ঞান কংগ্রেস খুব কম ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয় এবং এটি একটি সার্কাস যেখানে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা থাকে না বললেই চলে। হায়দরাবাদের বি এম বিড়লা বিজ্ঞান কেন্দ্রের ডিরেক্টর বি জি সিদ্ধার্থের মতে বিজ্ঞান কংগ্রেস হলো বিজ্ঞানের কুম্ভমেলা, যেখানে পুরো আকর্ষণটা থাকে প্রধানমন্ত্রীর সফরের দিকে। গত বছর মহারাষ্ট্রে আয়োজিত বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে গণেশের উদাহরণ টেনেছিলেন। আর যায় কোথায়! বামপন্থী আর সেকুলারপন্থীরা তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিজম ও গেরুয়াকরণের ধুয়ো তুলেছিল। এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসও তার ব্যতিক্রম হলো না। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে গেরুয়াকরণ করা হচ্ছে এই অভিযোগে অনুষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে পণ্ড করার চেষ্টা হলো।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তাই গুরুতর প্রশ্ন উঠলো, বিজ্ঞান কংগ্রেসের কাজটা কী? দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করা নাকি রাজনীতি করা? বিজ্ঞানীদের একটা অংশ যারা আদর্শগত ভাবে বামপন্থী কিংবা কংগ্রেসী, তাঁরা বিজ্ঞান কংগ্রেসকে একটি দলীয় মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। দেশের তথাকথিত ‘ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা’র বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সেন্টার ফর সেলুলার ও মলিকিউলার বায়োলজির প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর পিএম ভার্গব তাঁর পদ্মভূষণ পদক ফিরিয়েছেন গত বছর। গত বছর ২৯ অক্টোবর হিন্দুস্থান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করার দাবি পর্যন্ত তুলেছেন। কারণ আর এস এস নাকি ‘সংখ্যালঘু বিরোধী’। ভার্গবের এই দলীয় সচেতনতা বিজ্ঞানের কোন হোমে-যজ্ঞে লাগবে, তা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এইসব লোকেদের অস্তিত্ব আখেরে যে ভারতীয় বিজ্ঞানেরই ক্ষতি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভার্গবের মতো দেশের একশ্রেণীর বিজ্ঞানীর এ ধরনের আর এস এস-জুজু করে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে।

যদিও বিজ্ঞান কংগ্রেসের পটও ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানীরা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিচ্ছেন এবং রাজনীতি সরিয়ে বিজ্ঞান ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে। যেমন প্রিন্সটন গণিতবিদ মঞ্জুল ভার্গব, যিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে নোবেল ফিল্ড পদক জয়ী হয়েছেন, বলেছেন এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসে অনেক ইতিবাচক দিক উঠে এসেছে। তাঁর বক্তব্য, বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পথ খুলে দেওয়া এবং বিজ্ঞানীদের সাধারণ উৎসাহের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা। প্রখ্যাত মহাকাশ গবেষক জি মাধবন নায়ার ‘দেশের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা’র অজুহাতে পুরস্কার ফেরানোকে সস্তার নাটক ও লোক দেখানো ব্যতীত আর কিছু মনে করেন না।

অন্যদিকে ব্যাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সের প্রাক্তন নির্দেশক জি পদ্মনাভন মনে করেন এই অসহিষ্ণুতা-বিতর্কের মুদ্রার উল্টোপিঠটি মারাত্মক। যখন দেশে জেহাদি হামলা হয় তখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না। কিন্তু এরাই সুযোগ পেলে ‘হিন্দু সন্ত্রাসে’র তত্ত্ব বাজারে ছড়াতে কোনো সময় নষ্ট করে না। ২০১৪ সালে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের যে আয়োজন হয়েছিল তাতে প্রস্তাব করা হয়েছিল— ভারতীয় বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে যে মিথগুলি রয়েছে এবং যাকে ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করা হয় তার বিরোধিতা করা হবে। বলাই বাহুল্য যারা এই প্রস্তাবগুলি করেছিলেন তারা ইতিহাসবিদ হিসেবে যতটা না স্বীকৃত, তার কয়েক গুণ বেশি স্বীকৃত মার্কসবাদী হিসেবে।

ডি এন ঝা-র অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, রোমিলা থাপারের পেঙ্গুইন হিস্ট্রি অব্ আরলি ইন্ডিয়া প্রভৃতি এই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত কিংবা ভাস্করাচার্যের মতো প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বকে ওইসব বইতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে খাটো করা হয়েছে। ২০০৪ সালে জেনিভাতে আয়োজিত ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর রিসার্চ ইন পার্টিকেল ফিজিক্স-এর সম্মেলনে ভারত সরকার বিবর্তন ও বিলয়ের নিদর্শন স্বরূপ শিবের মহাজাগতিক নৃত্যের একটি নটরাজ মূর্তি প্রদান করেছিল। মহীশূর বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ আনা হলো শিবকে পরিবেশ ও ইকোলজির রক্ষক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ যজুর্বেদের তৈত্তরীয় সংহিতার শতরুদ্রীয়-র অসংখ্য কাহিনিতে রুদ্রকে বিভিন্ন অবস্থায় প্রকৃতির রক্ষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু গেরুয়াকরণের অভিযোগ যাঁরা আনছেন তাঁরা একটি কুকীর্তির কথা চেপে যাচ্ছেন। রোমান ক্যাথলিক ডায়োসিস-এর অধীনে থাকা লিটিল ফ্লাওয়ার চার্চ এবং সেন্ট জর্জের গির্জা কেরলের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোঝিগকোড় জেলায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছে। অধ্যাপক মাধব গ্যাডগিলের নেতৃত্বাধীন পশ্চিম ঘাট ইকোলজি এক্সপার্ট প্যানেলের রিপোর্টে সাইরো মালাবার ক্যাথলিক চার্চকে এ নিয়ে তুলোধনা করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাবার আশঙ্কা, অন্যদিকে পশ্চিমঘাটের পরিবেশও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হচ্ছে। 'গেরুয়াকরণে'র অভিযোগে যারা দেশের আকাশ- বাতাস মুখরিত করছেন, তারা কিন্তু এর বেলায় চুপ।

ভারতে সেকুলার বিজ্ঞানীদের ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার ঘটনা নতুন নয়। ২০০৫-এর ২৮ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে সন্ত্রাসবাদীদের গুলি চালনার ঘটনায় দিল্লীর এক বিজ্ঞানী নিহত হলেন ও পাঁচ ব্যক্তি আহত হলেন তখন এদের মুখে কুলুপ আঁটা ছিল। লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিরা এই ঘটনা ঘটিয়েছিল বলেই কি পুরস্কার ফেরতের কথা মনে আসেনি সেকুলার বিজ্ঞানীদের? প্রশ্নটা কিন্তু উঠছেই। ২০০৭-এ তসলিমা নাসরিনকে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করতে একরকম বাধ্য করা হয় এবং বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে নিরাপত্তা দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করে। মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের শাস্তি দিতে নিউম্যান কলেজের অধ্যাপক টি জে জোসেফের হাতের কব্জি কেটে নেয় মৌলবাদীরা। ঘাতকেরা ইসলামি মৌলবাদি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব্ ইন্ডিয়ার সদস্য ছিল। এমনকী দুই বামপন্থী ঐতিহাসিক শ্রীরাধা মেনন এবং অমলেন্দু দে পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে গেলে তাঁদের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে মার্কসীয় সরকারের এহেন কাজকর্মে আগমার্কা সেকুলারিস্ট বিজ্ঞানীরা কোনো 'অসহিষ্ণুতা' দেখতে পাননি। কারণ পোষকদের বিরুদ্ধে পুষ্যিরা কি মুখ খুলতে পারে?

মুম্বইয়ের একটি চার্চে অলৌকিকত্বের দাবির বিরুদ্ধে সরব হন র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সানাল এডামারুকু। ২০১২ সালের এপ্রিলে তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চ বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করে তাঁকে নাজেহাল করে তোলে। তাতেও কাজ না হওয়ায় তাঁকে ধাওয়া করে ও হুমকি দিয়ে ভারত-ছাড়া করে এবং তিনি ফিনল্যান্ডে পাকাপাকিভাবে চলে যেতে বাধ্য হন ২০১২ সালেরই ৩১ জুলাই। ভারতের সেকুলারিস্ট বিজ্ঞান সমাজ এর প্রতিবাদে ন্যূনতম কোনো প্রস্তাবও গ্রহণ করেনি এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারও ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখার তাগিদে এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল। শুধু তাই নয়, মুম্বইয়ের ক্যাথলিক চার্চের অমানবিক ব্যবহারের শিকার হয়ে বিজ্ঞানী কাইজাদ কোটওয়াল ২০১৫-র অক্টোবরে মেরিন ড্রাইভ থানায় গিয়ে নিরাপত্তা দাবি করতে বাধ্য হন।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ড. এ পি জে আবদুল কালামের একটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে ভারতের সেকুলারিস্ট সমাজের চরিত্রটা। মনে রাখা দরকার, কালাম নিজেও ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী। ২০০৬ সালে দেশের রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ই তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত গৌরব উদ্ধার করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা করে তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। পরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার কাছে তিনি লিখিত অভিযোগ করেন বামপন্থী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জন্য তাঁর বহু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারছে না। এই অমর্ত্যই যখন নানা অজুহাতে নালন্দা থেকে চলে যান তখন তাঁর অসদুদ্দেশ্য এবং জমানা বদলে সেই অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার অসুবিধার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সূত্র : অর্গানাইজারে প্রকাশিত বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ব-গবেষক বি এস হরিশঙ্করের লেখা।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

এক অভিনব ভারত পরিক্রমা

রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক

এ যেন সেই কবির ভাষায়— 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ'। ব্রাহ্মমুহূর্তে ভোর সাড়ে তিনটেয় জাগরণ। স্নানাদি সেরে একাত্মতা স্তোত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্মরণ। তার পর গোমাতার পূজন ও সঙ্ঘ প্রার্থনা সেরে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ঠিক ভোর ৬ টায় পদযাত্রা শুরু। গড়ে প্রতিদিন একনাগাড়ে ১২/১৩ কিলোমিটার যাত্রার পর কোনো গ্রামে পৌঁছনো, খানিক বিশ্রাম। প্রাতঃরাশ বলতে ঈষদুষ্ণ এক গ্লাস দেশি গোরুর দুধ। পরে গ্রামের মুচি, মেথর, চণ্ডাল, কুমোর, কামার, নাপিত, ডোম যাঁরা গ্রামের মানুষের সেবার কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি যাওয়া। আবার সেই সঙ্গে গ্রামের গণ্যমান্য কোনো ব্যক্তি, মোড়ল বা মুখিয়ার সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করা। ওই গ্রামের কোনো পরিবার যদি কোনো কারণে পীড়িত থাকেন সেই পরিবারেরও দেখা সাক্ষাৎ করা।

দ্বিপ্রহরে গ্রামেরই কোনো পরিবারে অতি সাধারণ নিরামিষ ভোজন। একটু বিশ্রামের পর বিকালে গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে গ্রামসভা। সন্ধ্যার মুখে মুখে বিশেষভাবে যুবক-যুবতীদের সঙ্গে বার্তালাপ, প্রশ্নোত্তর। রাতে একাধিক পরিবারকে নিয়ে পরিবার ও গ্রামজীবন সম্পর্কে পারস্পরিক বার্তালাপ। সারাদিনের মধ্যে গ্রামের মানুষদের নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্যালয়, মন্দির, ধর্মস্থান, গোশালা ইত্যাদি কোথাও তৈরি হয়ে থাকলে তাও পরিদর্শন করা এবং একটি বৃক্ষ রোপণ করা। রাতে গ্রামের কারো বাড়িতে শয্যাগ্রহণ। এই হচ্ছে সারাদিনের দিনসূচি। যেখানে গো-গ্রাম সেখানেই বাস করেন শ্রীরাম আর সেখানেই পরম শান্তি, অখণ্ড আরাম— এই কথাই বলে চলেছেন সন্ত সীতারাম।

চরৈবেতি তাঁর মন্ত্র। পীতবর্ণের বস্ত্রখণ্ড ও উত্তরীয় মাত্র অবলম্বনে ছোটখাটো চেহারার শ্মশ্রু-গুম্ফ ও দীর্ঘকেশ সমন্বিত এক সন্ত। গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, পাহাড়, জঙ্গল সবকিছুকে পিছনে ফেলে 'গ্রাম বাঁচাও' মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। একদিন একটি গ্রাম। এভাবেই পদব্রজে পরিক্রমা করে চলেছেন তিনি। প্রায় সাড়ে ৩ বছর অতিক্রান্ত। ১৭ হাজার কিলোমিটার অধিক পথ পরিক্রমা করে ইতিমধ্যেই ১৫০০ গ্রামে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ তাঁর পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। চলবে আরও দেড় বছর। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু-সহ কিছু প্রদেশ এখনও বাকি। যে ভারত পরিক্রমা পদযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল কন্যাকুমারী থেকে ৯ আগস্ট ২০১২ সালে, তা পাঁচ বছর পূর্ণ হবে কন্যাকুমারীতেই প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। সন্ত সীতারাম বলছেন, গ্রামের সম্পদ 'বাঁচাতে হবে। গ্রাম-বিকাশের জন্য গ্রামের মানুষের মানসিকতাকে ঠিক করতে হবে।

গ্রামে গো-সম্পদ, কৃষিসম্পদ, জল সম্পদ, জড়-জঙ্গল সম্পদ, জন্তু-জানোয়ার সম্পদ, গ্রাম্য বৈদ্য সম্পদ, গ্রাম সাধক সম্পদকে রক্ষা করতেই হবে। তাই আমাদের নতুন স্লোগান হবে— গ্রামে চলো, গ্রাম বাঁচাও, গ্রাম সম্পদকে বাঁচাও।

বিশ্বের ৮০ শতাংশ বাতিল ওষুধ ব্যবহার হচ্ছে শুধুমাত্র ভারতে। জল, বায়ু, খাদ্য, ভাবন-চিন্তা সবকিছুতেই বিষাক্ত হয়েছে। রাসায়নিক সার অধ্যুষিত সমাজ তৈরি হয়েছে। এ সার নয়, মৃত্যুর অপর নাম। যা প্রথমে বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে এবং যা সেবন করে প্রাণীকুল রোগগ্রস্ত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করে। পরে কৃষি জমিকে বন্ধ্যা করে। বিকাশের নামে ভয়ঙ্কর ভাবে চলছে বিনাশের তাণ্ডব। যে বিকাশ মানুষকে বিকলাঙ্গ করে দেয়, পঙ্গু করে দেয়, মৃত্যু এনে দেয় তা কোনোদিন বিকাশ হতে পারে না। ইংরেজ ব্যবসার নাম করে এসে দেশকে পরাধীন করেছিল আর বহুজাতিক সংস্থা ব্যবসার নামে দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। চাই সুস্থ, সবল, সুন্দর জীবন। চাই সুখী সমাজ।'

১৯৪৬ সালে কর্ণাটকের পুতুর জেলার এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম সীতারাম কেদিলায়-য়ের। পড়াশুনা শেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে নিয়োজিত করেন। প্রায় ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালানের পর সর্বশেষ অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। তখন থেকেই তাঁর মন-মস্তিষ্কে একটা কথাই বার বার আলোড়িত হতে থাকে--- ভারতের সেবা করতে হলে গ্রাম-সম্পদকে সংরক্ষণ করতে হবে। গ্রাম সম্পদকে রক্ষা করতে হলে গ্রামের মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে হবে।

তাই তাঁর পরিক্রমার মাধ্যমে গ্রামজীবনে যেমন বার্তা বহন করছে গ্রাম্য অষ্টসম্পদকে বাঁচানোর, তেমনি বার্তা বহন করছে গ্রাম-বিকাশ, গোসংরক্ষণ, সামাজিক সমরসতা, সামাজিক সদভাবনা তথা পরিবার সংস্কারের।

আজও ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষের বাস গ্রামে। গ্রামে ৫ জন করে যুবক নিয়ে তৈরি করে চলেছেন গ্রাম বিকাশ মণ্ডলী। এক একজন যুবক পাঁচটি গ্রাম সম্পর্কে করবেন। যাতে করে আগামী পাঁচ বছরে পাঁচ লক্ষ গ্রাম সম্পর্কিত হতে পারে।

সন্ত সীতারাম তার অগ্রদূত। তিনি গ্রামে গ্রামে তাঁর সাধনা দিয়ে তপস্যা দিয়ে কন্যাকুমারী থেকে সুদূর অরুণাচলের পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত গো, গ্রাম, কৃষি, সংস্কৃতি বাঁচানোর বীজমন্ত্র বপন করে চলেছেন। এখন এই সোনার ভারত গড়তে দেশবাসী কতটা সক্রিয় হবে সেটাই দেখার। তবে উদ্যোগ যখন শুরু হয়েছে, সাধকের সাধনা যখন ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন এর মাঝে থেমে থাকার প্রশ্নই আসে না। মহৎ কাজের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ এই বিরাট অভিযানকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করবে এটাই প্রত্যাশা। ▌

অন্য রকম

নুরজাহানের সৌরবিদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানটি সাড়া জাগানো মূলক অনুষ্ঠান। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রথমত দেশের কোনো প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এটা একটা অভিনব উদ্যোগ। দ্বিতীয়ত প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে অনেক অজানা নাম। যাঁরা অভিনব কিছু আবিষ্কার করেছেন এরকমই একজন বছর ৫০ এর নুরজাহান। পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা দেখিয়েছেন সামান্য বুদ্ধি প্রয়োগ করে কীভাবে এক অসমান্য সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলায় বাইরি শোভান গ্রামের বাসিন্দা নুরজাহান। পাঁচ ছেলে স্বামীকে নিয়ে সুখেই দিনযাপন করছিলেন তিনি। কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন তাঁর স্বামী। যা রোজগার করতেন তা দিয়ে সংসার চলে যেত কোনোভাবে। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারটির মধ্যে অভাব থাকলেও তাঁদের কুঁড়ে ঘরটিতে ছিল শান্তির আবহাওয়া। নুরজাহান অভাবের সংসারের মধ্যেও পাঁচ ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে কার্পণ্য করেননি। এমনকী তাঁর স্বামীও চাইতেন তাঁর কোনো ছেলেকে যেন দিনমজুরের কাজ করতে না হয়। তারা যেন লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে। নুরজাহান এবং তাঁর স্বামী যখন দারিদ্র্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন তখনই নেমে আসে এক বিপত্তি। আজ থেকে ২৫ বছর আগে সাতজনের সংসারের একমাত্র রোজগেরে নুরজাহানের স্বামীর মৃত্যু হয়। সন্তানের লেখাপড়া দূরের কথা, দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান কীভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন নুরজাহান। কারণ তাঁর পাঁচ সন্তানই তখন খুব ছোট। সংসার সামাল দিতে নুরজাহানও দিনমজুরের কাজে যোগদান করেন। দিনে ১০ টাকা যে আয় হোত তা দিয়ে সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতেই শেষ হয়ে যেতো। তাই চরম অভাবের খরচ জোগাতে না পেরে পাঁচ সন্তানের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ঠিক তিন বছর পরে নুরজাহানের প্রতি কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার পক্ষ থেকে একটি চার্জার ল্যাম্প এবং একটি সোলার প্লেট দেওয়া হয়। যাতে তাঁর ছেলেরা নতুন করে পড়াশোনা শুরু করতে পারে। এর কিছুদিন বাদে নুরজাহান ঠিক করেন বিদ্যুৎবিহীন এই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যদি আলো পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে এলাকার ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা যেমন করতে পারবে তেমনি তাঁরও কিছু আয় হবে। তখন তিনি সেই সংস্থার সঙ্গে পুনরায় কথা বলেন। সংস্থার পক্ষ থেকে সৌর প্লেট এবং আলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বর্তমানে চারটি সৌর প্লেট এবং ৫০টি আলো ৪০টি বাড়িতে ভাড়া দেওয়া রয়েছে। নুরজাহান প্রতিদিন বাড়ি পিছু মাসে ১০০ টাকা পান। আজ কানপুরের এই ছোট্ট গ্রামে ৪৪০ ভোল্টের সরকারি বিদ্যুৎ পরিষেবা না পৌঁছলেও সূর্য রশ্মি থেকে প্রত্যেক বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। বর্তমানে তার চাহিদা আরও ক্রমশ বাড়ছে। নুরজাহানের খরিদ্দার সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি আরও পাঁচটা গ্রাম থেকে মানুষ আসছে এই আলোর সন্ধানে। অথচ সেই গ্রামগুলিতে মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তখন যাতে সৌর বিদ্যুৎ ঘরে জ্বলে ওঠে তাই এই ব্যবস্থা। আবার কোথাও নিত্যদিন ৩-৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকে। তাই সেখানকার মানুষজনও চায় তাদের ঘরে এই নুরজাহানের সৌরবিদ্যুৎ পরিষেবা। নুরজাহান তাঁর এই কাজে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে কোনেরকম সাহায্য বা অনুদান পায়নি এতদিন। কিন্তু আশাও ছাড়েনি রাজ্য সরকারের প্রতি। পাশাপাশি তিনি মনে করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে এই প্রকল্প আরো বাড়ানো সম্ভব হয় তার পক্ষে। এবং অন্যান্য গ্রামেও আলো ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই এই পেশায় আনা যাবে এবং কাজের সুযোগ ঘটবে।

সৌরবাতিগুলির পাশে দাঁড়িয়ে নুরজাহান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নাম প্রথম ঘোষণা করেন ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে। তা শুনে আপ্লুত নুরজাহান। তিনি বলেন, “মোদীজী আমার নাম বলায় আমি খুবই আনন্দিত। তা আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে।” প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমাদের দেশে নুরজাহানের মতো নারীও রয়েছেন। একজন বিধবা নিঃসঙ্গ মহিলা যিনি কিনা সারা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চান তা খুবই প্রশংসনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর পাশে আছে।” ▌

প্রেরণার পাথেয়

'যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, যদি এমন কোনো স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে--- যেখানে ঈশ্বরের অভিমুখী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হবেই— যেখানে মুনষ্য জাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে। যদি এমন কোনো দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে' তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি— এই ভারতবর্ষ।'

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে)

'আমাদের নিজেদের ইতিহাসের ভিত্তিতে চিন্তা করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আজ আমরা ছত্রপতি শিবাজীর যুগে নাই। আজ আমরা এমন যুগে বাস করিতেছি যেখানে কেবল মানুষ কেন প্রত্যেকটি গাছেরও হিসাব রাখা হয়। আর প্রত্যেক রাস্তা মাপা হইয়াছে, মাইল হিসাবে নয়, ইঞ্চি হিসাবে। এই জন্য বাহিরের পৃথিবী হইতে চোখ ফিরাইয়া জীবন ধারণ পর্যন্ত অসম্ভব। তোমরা উৎসাহ গ্রহণ করো নিজেদের দেশের ইতিহাস হইতে। ইহার জন্য পৃথিবীর দিকে দেখিবার কোনো বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্যান্য সব ব্যাপার বাহিরের দিকে দেখা উচিত এবং পরিস্থিতি ভালো করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত।'

(সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের বাণী থেকে)

পুস্তক প্রসঙ্গ

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

আলোচ্য গ্রন্থটি ছোটোদের উপযোগী ১৫টি গল্পের সম্ভার। প্রতিটি গল্পই নাতিদীর্ঘ এবং সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত। কোথাও ভাষার মারপ্যাঁচ নেই, চিন্তার জটিলতা নেই যা আজকালকার বহু শিশু- কিশোর উপযোগী গ্রন্থে দেখা যায়। সেই হিসেবে লেখক ধন্যবাদার্হ। পুরোনো দিনের শিশু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, হেমেন্দ্র কুমার রায়, সুখলতা রাও যেমন সরল ভাষায় ততোধিক সরল বিষয় নিয়ে লিখে শিশু-তথা কিশোর-কিশোরীদের অনাবিল আনন্দ দিতেন, তেমনি বর্তমান লেখক তাঁদের পথ অনুসরণ করে তরুণ-তরুণীদের অনাবিল আনন্দ দিয়েছেন। শ্লাঘার কথা, লেখক শিশু মনের যে খবর দিয়েছেন তা আজকালকার শিশুসাহিত্যিক তকমাধারীরা দিতে পারেন না। কী মিষ্টি গল্পগুলি! যেমন একটি গল্প 'বুধনের কথা'। জনজাতি ছেলে বুধন সারাদিন মনিবের গোরু চরায়। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তার খেলার হুকুম নেই। একদিন বুধন পাড়ার ছেলেদের ডাকে তাদের সঙ্গে চড়ুইভাতিতে যোগ দেয়। তার মনিব তাকে ছেলেদের সঙ্গে দেখে রেগে গিয়ে খুব মারে। তার প্রিয় গোরুগুলি তার মার খাওয়া সহ্য করতে না পেরে মনিবকে শিং দিয়ে গুঁতোতে লাগল। 'তেমন কিছু নয়' গল্পটিও ভারি মিষ্টি। উদয়বাবু নতুন বাড়ি বানিয়ে স্ত্রী ও তাঁর পুত্র হুলোকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই শুনলেন 'কে বলছে— তেমন কিছু নয়'। শুনে তিনি ও তাঁর স্ত্রী হকচকিয়ে গেলেন। কিছু বাদে হুলোও শুনল সেই একই কথা। সে প্রথমে ভাবল পাশের বাড়ির ভদ্রলোক ঠাট্টা করে এই কথা

বলছেন। সে তখন তাঁকে দু'টো কড়া কথা বলল। পরে জানল ওই ভদ্রলোকের পোষা কাকাতুয়া এই শেখানো কথা বলছে।

কিছু গল্প চিন্তামূলক, যদিও মনোরম। 'বন্ধু' গল্পের নায়ক বোধোদয়বাবু রাঁচীর এক বনবাসী স্কুলে যোগ দিয়ে দেখেন জনজাতিদের জন্য স্কুল তৈরি হলেও তাদের সেখানে পড়ার অধিকার নেই। তিনি এর প্রতিবাদ করায় তাঁকে দিল্লীতে বদলি করা হয়। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে জনজাতিদের উন্নতির কাজে লেগে গেলেন। 'যুদ্ধ নয় শান্তি' গল্পের বাণী হলো— মারামারি হানাহানি ব্যক্তি ও জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। শান্তির কোনো বিকল্প নেই।

গ্রন্থটির বাড়তি আবেদন এই যে গল্পগুলি অধিকাংশ সাঁওতাল পরগনার পটভূমিতে লেখা এবং সেগুলিতে সাঁওতাল, কোল, ওরাওঁদের কষ্টকর জীবনের পরিচয় রয়েছে। তাদের ছেলেরা সারাদিন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে, তারা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের সঙ্গে স্কুলে উচ্চবর্ণের ছেলেরা পড়তে অস্বীকার করে। তারা ধনী তথা মুখিয়াদের বাড়িতে ক্রীতদাসদের মতো থাকে। স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তা সত্ত্বেও তারা এক সঙ্গে গান গায়, নাচে, মাদল বাজায়।

কিন্তু একটি কথা না বললে নয়। গ্রন্থটির শিরোনাম 'ছোটোদের গোয়েন্দা রহস্য' বিভ্রান্তিকর। একমাত্র প্রথম গল্পটিই শুধু গোয়েন্দা কাহিনিমূলক। বাকি গল্পগুলি অন্য বিষয়ের উপর লেখা। লেখক এমন শিরোনাম নাম না দিলেই পারতেন। যাই হোক, সব মিলিয়ে এই গ্রন্থটি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে নব সংযোজন। আমরা লেখকের নবতর গ্রন্থের অপেক্ষায় রইলাম।

ছোটোদের গোয়েন্দা রহস্য— প্রেমাংশু বশিষ্ঠ। প্রকাশক—রিডার্স কর্ণার, কলকাতা। মূল্য : ১০০ টাকা।

শিবপুরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দান-সংগ্রহ শিবির

বিগত বছরের মতো এই বছরেও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পৌষ-সংক্রান্তির পুণ্য-প্রভাতে শিবপুর মন্দিরতলায় প্রধান রাস্তায় পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী দান সংগ্রহ শিবিরের আয়োজন করা হয়। কল্যাণ আশ্রমের কর্মধারা, তার ব্যাপ্তি, প্রসার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবসাকারী বনবাসী মানুষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তৃত বিবরণ সহ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক আশিস রায়, স্বপন নাগ ও কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। সাধারণ মানুষের দানে বিশেষ করে মা-বোনেদের সার্বিক সহযোগিতায় প্রভূত অর্থ, বস্ত্র, তৈজসপত্রাদি সংগৃহীত হয়।

পরলোকে বীরমাতা সুমিত্রাদেবী

কলকাতা বড়বাজারের স্বয়ংসেবক রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী, যাঁরা রামমন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলনে আযোধ্যায় শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মাতৃদেবী 'বীরমাতা' সুমিত্রাদেবী গত ২৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মরণে 'রাম-শরদ স্মৃতি সঙ্ঘের' উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় স্থানীয় অসোয়াল ভবনে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চখণ্ড পীঠাধীশ্বর পূজ্য আচার্য ধর্মেন্দ্র, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক চম্পত রায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য মধুভাই কুলকার্নি ও সুনীলপদ গোস্বামী প্রমুখ। ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণে করসেবায় যাওয়ার প্রক্কালে রাম-শরদকে কীভাবে তাঁদের মা তাঁদের কপালে তিলক লাগিয়ে

আশীর্বাদ করেছিলেন— তা ভাবগম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করেন শ্রী গোস্বামী। সভার শেষ বক্তা আচার্য ধর্মেন্দ্র এই সভাকে সংকল্প সভা নামে অভিহিত করে আশ্বাস দেন রামমন্দির নির্মাণ হবেই। প্রায় ২০টি বিভিন্ন সংগঠনের প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সভায় উপস্থিত থেকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। রাম-শরদ কোঠারীর ভগিনী পূর্ণিমা কোঠারী ও কাকা দাউলাল কোঠারী সভায় উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

সমাবেশ সমাচার

সোনারপুরে সংস্কার ভারতীর ভারতমাতা পূজা

গত ২৬ জানুয়ারি সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর গ্রামীণ শাখা আয়োজিত ভারতমাতা পূজা 'শান্তিদেবী ভবনে' অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ভারতমাতা পূজা, বেলা ২টা থেকে ৩টা ভারতমাতার প্রতিকৃতি অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। সভাপতি হিসেবে সোনারপুর শাখার সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল, প্রধান বক্তা হিসেবে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা নীলঞ্জনা রায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপক নিরঞ্জন সরকার ও দুই বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিত্ব সহ সকলকে সাম্মানিক উত্তরীয় প্রদান করা হয়। নীলাঞ্জনা রায় সংস্কার ভারতীর 'ভাব সংগীত' পরিবেশন করেন। সোনারপুর গ্রামীণ শাখার সহ-সভাপতি পরিমলেন্দু সরকার সুভাষিত পাঠ করেন। সুযেন কুমার রায় অমৃত বচন পাঠ করেন। স্বাগত ভাষন দেন প্রমোদ রঞ্জন মণ্ডল। ডাঃ হরষিত সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় জোয়ারদারকে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাহিত্য প্রেমী হিসাবে বিশেষ স্মারক সম্মান প্রদান করেন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। শ্রীমতী রায় ভারতমাতা পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। নৃত্যশিল্পী মেখলা রায় ও স্বপন ঘোষের পরিচালনায় শিশুশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটিকে অনবদ্য করে তোলেন। গোপাল দাস বাউল ও চন্দ্রা দাসের লোকগীতি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন অমিত ঘোষ দস্তিদার ও শেখর মণ্ডল। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পালান সাফুই, উত্তম মণ্ডল, ঝুলন হাওলাদার প্রমুখ। ধন্যবাদ জানান বুদ্ধদেব মণ্ডল।

বিবেকানন্দ মিলন মেলায় ক্রীড়া ভারতীর শারীরিক প্রদর্শন

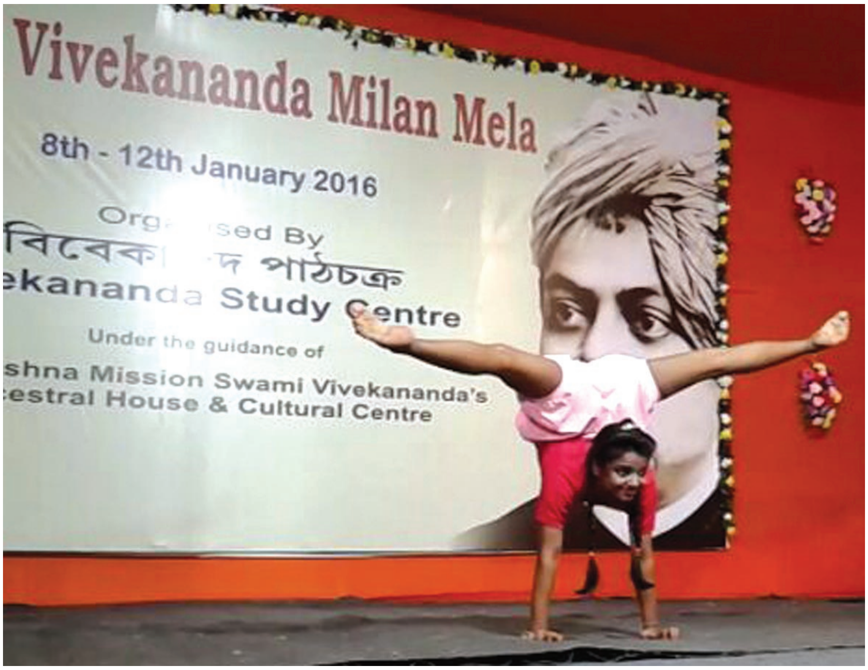

৭ জানুয়ারি রামকৃষ্ণমিশন ও বিবেকানন্দ পাঠচক্র আয়োজিত বিবেকানন্দ মিলন মেলায় ক্রীড়া ভারতী দ্বারা বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শিত হয়। উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না শ্রীমতী দীপান্বিতা মণ্ডলের একক যোগাসন প্রদর্শনে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হয়ে যান। প্রবীর পাল ও তার সঙ্গীরা সামুহিক যোগে নৃত্য, শুভ প্রামাণিক ও দেবজিৎ মণ্ডল ক্যারাটে, সঞ্জয় মুখার্জি ও তার দল দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করেন। সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে ক্রীড়া ভারতীর শারীরিক প্রদর্শন দেখার জন্য তিল ধারণের জায়গা ছিল না। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ৫ দিন ধরে বিবেকানন্দের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এই মেলা হয়।

পরলোকে হাওড়ার জয়দেব নাগ

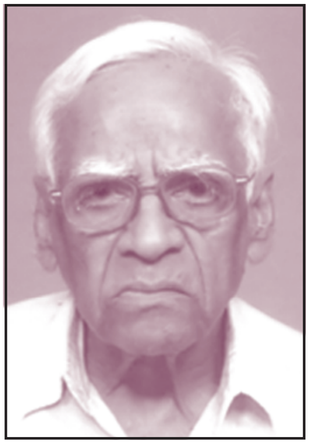

১৯৩২ সালে জন্ম হয়েছিল যে কর্মবীরের, তাঁর জীবনদীপ নিভে গেল গত ১৭ জানুয়ারি। সামান্য রোগভোগের পর মুকুন্দপুরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাসপাতালে। নাড়ুদা— যাঁর ভাল নাম জয়দেব নাগ। আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে তিনি নাড়ুদা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। পারিবারিক বনভোজনে তাঁর উৎসাহের সীমা থাকতো না। নিজে খেতে ভালবাসতেন, সবাইকে খাওয়াতে ভালবাসতেন আরো বেশি।

মৌরীগ্রামে কসাইখানা বন্ধ করতে তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরিবেশগত দূষণ ছড়ানোর দায়ে বন্ধ হয় কসাইখানা। বাস বা মিনিবাসে বয়স্ক নাগরিকদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবিতে হাওড়ায় প্রথম আন্দোলন শুরু করেন তিনি। তার ফলেই বয়স্ক নাগরিকদের জন্য আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়। হাওড়া ময়দানে সরকারি জমি জবরদখল করে ইদ্গাহ তৈরি হচ্ছে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন নাড়ুদা। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বারবার দরবার করে তা না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে ইদ্গাহ নির্মাণ বন্ধ করলেন। কোনো অন্যায় তাঁর চোখে পড়লেই তিনি গর্জে উঠতেন। তাঁর স্বভাবটি ছিল বজ্রের মতো কঠোর কিন্তু হৃদয়টি ফুলের মতো। নাড়ুদার নেতৃত্বেই গঠিত হয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'গন্ধবণিক সমাজ' যার আজীবন সভাপতি ছিলেন নাড়ুদা। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বইখাতা প্রদান, জলপানি দেওয়া, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা ইত্যাদি সেবামূলক কাজে সংগঠনটি কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে নাড়ুদার ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তার ফলেই বহু গণ-সংগঠনের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে নিঃশুল্ক চক্ষু অপারেশন শিবির, রক্তদান শিবির, বহুমূত্ররোগ, হৃদয় পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন। এই মহানুভব মানুষটি আর আমাদের মধ্যে নেই। ৮৪ বছর বয়সে যাত্রা করেছেন অমৃতলোকের পথে। রেখে গেলেন স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রকে। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার মুড়াকাটার স্বয়ংসেবক শৈলজানন্দ ঘটকের বাবা চণ্ডীপদ ঘটক গত ১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাত-নাতনীদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ৭ জানুয়ারি ডোমজুড় খণ্ডের স্বয়ংসেবক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী চামেলী চট্টোপাধ্যায় বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ এবং নাতি রেখে গেছেন। নাতিও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। গৌতমবাবু বর্তমানে ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের ডোমজুড় খণ্ডের দায়িত্ব পালন করছেন।

দেবদূত ও মা সারদা সেবাভারতীর রক্তদান শিবির

গত ৩ জানুয়ারি মা সারদাদেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে 'দেবদূত' ও 'মা সারদা সেবা ভারতী'র যৌথ উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ৪১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এঁদের বেশিরভাগই ছিলেন প্রথম রক্তদাতা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোনো রক্তদাতাকে উপহার দেওয়া হয়নি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মা সারদা সেবাভারতীর সভাপতি অমর সিংহ, সহ সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ, সহ সম্পাদক শৈলেন পাল, দেবদূতের সম্পাদক জয়ন্ত সেন এবং জীবন্ময় বসু, সায়ক গাঙ্গুলী, ডি আশিস, শশাঙ্ক শেখর দে, শৈলেশ বাগড়ি এবং সেরাম গ্রুপের চেয়ারপার্সন সঞ্জীব আচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইলা সিনহা, পূজা রায়, মণিকা দাস, মৌপর্ণা মণ্ডল ও মা সারদা সেবা ভারতীর সম্পাদিকা অমলা বসাক।

প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের মিলনোৎসব ও আলোচনাসভা

মকর সংক্রান্তির প্রাক্কালে গত ১৪ জানুয়ারি প্রবীণ নাগরিকদের এক মিলনোৎসব পালিত হয় বি. এম. এস-এর মানিকতলা স্থিত 'নরেশ ভবনে'। এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল একটি আলোচনা সভা। বিষয় ঃ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি সহিষ্ণুতার উপর আক্রমণ—একটি বিজাতীয় ষড়যন্ত্র।' মিলনোৎসবের অঙ্গ হিসেবে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানও হয় বিশিষ্ট নাট্য ও সাংস্কৃতিক শিল্পী শ্যামল চৌধুরীর পরিচালনায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্যামল চৌধুরী, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ বসু প্রমুখ।

আলোচনাসভার বিষয়টি সূচনা করেন সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে। বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষা কর্মচারী বিজয় জয়সোয়ারা। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অসহিষ্ণুতার কথা বলে যে সমস্ত ব্যক্তি ও সংগঠন ভারতীয় সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করছেন, তাদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—এরা যে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা নিজেদের রাষ্ট্রে অন্য ধর্মে বা নীতিতে অবিশ্বাসীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমলেন্দু ভট্টাচার্য, পান্নালাল পাল এবং স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য।

করিমপুরে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিবির

গত ১১ জানুয়ারি আন্তজাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মহাসমারোহে নদীয়া জেলার করিমপুরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে যোগ ও প্রাণায়াম এবং যুবসমাজের চরিত্রগঠনে বিবেকানন্দের ভূমিকা নিয়ে আলোচিত হয়। সেখানে জে বি রায় আয়ুর্বেদ কলেজের ডাক্তার দ্বারা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান দেখা এবং চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য প্রায় এক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।

বেহালায় স্বামীজী স্মরণ

গত ১৭ জানুয়ারি বেহালার রায়নগর মাঠ স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। স্বামীজীর ১৫৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের' উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অভুতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। গৈরিক পতাকায়, ব্যানারে, ফুলের মালায় সুসজ্জিত ট্যাবলোয় স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ শতাধিক স্বামীজী অনুরাগী ব্যক্তি এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। স্কাউট বাহিনীর ব্যান্ড-সহ সুশৃঙ্খল রুটমার্চের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল স্বামীজী বন্দনার সুমধুর গান ও বাণী থেকে পাঠ। রায়নগর মাঠ থেকে শুরু হয়ে এই শোভাযাত্রা রায় বাহাদুর রোড, চণ্ডীতলা, সেনহাটি, চড়কতলা হয়ে নেতাজী সড়কের মাঠে শেষ হয়। সেখানে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজীর জীবনী বর্ণনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবী অসীম কুমার মিত্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অলোক বরণ চট্টোপাধ্যায়।

পরলোকে প্রবীণ স্বয়ংসেবক অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৯ জানুয়ারি সকালে প্রবীণ

স্বয়ংসেবক অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। রোজকার মতো সকালের কাজকর্ম সেরে স্নান করতে গিয়ে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন এবং খানিকপরেই মারা যান।

প্রায় ছয় দশক আগে প্রয়াত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক বসন্তদার সান্নিধ্যে এসে স্বয়ংসেবক হন অমলদা। এই দীর্ঘ ছয় দশক শ্রীরামপুরের একটি বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সমান উৎসাহে সঙ্ঘকাজ করেছেন। এছাড়া বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পেশায় শিক্ষক হলেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে স্থানীয় স্তরে চিকিৎসাও করতেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে তাঁর সহকর্মী, গুণমুগ্ধরা স্তম্ভিত হয়ে যান। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনি ও কন্যা, জামাতা-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু।

মঙ্গলনিধি

গত ১৯ ডিসেম্বর সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী সুষমা বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ কন্যা সুস্মিতার শুভ বিবাহে নবদম্পতির হাত দিয়ে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সচিব গুরুশরণ প্রসাদের হাতে। উল্লেখ্য, তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশব দীক্ষিত, দক্ষিণবঙ্গের কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, সহ প্রান্তপ্রচারক শ্যামাচরণ রায়, সহপ্রান্ত সেবাপ্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারক বিজয় পাতর, হুগলী বিভাগ প্রচারক তাপস বারিক, বারুইপুর জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালি, কার্যবাহ স্বপন সাহা, জেলা প্রচারক অমিত সরকার, কলকাতা অতিদক্ষিণ ভাগের সঙ্ঘচালক সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সুন্দরবন জেলা প্রচারক পরিমল মণ্ডল, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য গজানন বাপট, স্বস্তিকা সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, সমাজ সেবা ভারতীর সহ সভাপতি ড. বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারি, সম্পাদক সন্দীপ পাল, সনৎ কুমার বসুমল্লিক ও কার্যকারী সমিতির অধিকাংশ সদস্য-সদস্যা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রদেশ সম্পাদক স্বরূপ দত্ত প্রমুখ। এছাড়া জেলার বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ নির্মল নাথ তাঁর পৌত্র নিরভ্র'র ৫ম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার রঘুনাথপুরের বাড়িতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশ মণ্ডলের হাতে। শ্রীমণ্ডল মঙ্গলনিধির রাশি সেবাকাজের জন্য সমাজ সেবা ভারতীর কলকাতার কার্যকর্তা সুশান্ত সেনের হাতে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, শ্রীনাথের পুত্র নিলয় নাথ নিউ জার্সিতে কর্মরত। পুত্রের জন্মদিন পালনের জন্য তিনি সপরিবারে কলকাতায় এসেছিলেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের শারীরিক প্রমুখ সুনীল সিংয়ের মাতৃদেবী গত ২২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি ভুগছিলেন। তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

'এই ধারণা গড়ে তুলতে হবে যে জাতির শিক্ষাদানরূপ পবিত্র কর্তব্য আমাদের সভ্যতার উপাদানগুলির অন্যতম। 'ভিক্ষাদান মহাকর্তব্য'— এবিষয়ে ধারণা আমাদের আগে থেকেই আছে, অপরটি— অর্থাৎ শিক্ষাদান এরই এক বর্ধিত প্রকাশমাত্র।'

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

শব্দরূপ-৭৭৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** গাভীরূপ সম্পদ, **৩.** দ্রোপদীর ভ্রাতা, **৪.** অসাধারণ, খ্যাত, বিশেষ প্রকার, **৫.** বিখ্যাত সংস্কৃত কবি; শকুন, **৬.** পদ্ম, **৮.** লাজুক, **১০.** ভ্রমর, **১১.** কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উল্লিখিত ধনপতি সদাগরের প্রথমা পত্নী, **১৩.** 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা—', **১৪.** সূর্য।

উপর-নীচ : **১.** গোরু চরাবার মাঠ, **২.** আনাড়ি, অপটু, **৩.** স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য, **৫.** মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার ছড়াগানের নায়িকা এবং একপ্রকার নৃত্যানুষ্ঠানে দেবতাবৎ পূজ্যা, **৭.** বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর তিলক বিশেষ, **৯.** সাপের ত্বক, নির্মোক, **১০.** আদিহীন, উৎপত্তিহীন, স্বয়ম্ভু, **১২.** বিষ্ণু।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
হারাধন ঘোষ
গোলাপগঞ্জ, মালদা
পার্থ সেন
ঝালদা, পুরুলিয়া

■	হ	র	প্র	সা	দ	শা	স্ত্রী
ভা	র	বি	■	■	য়ি	■	■
র্গ	■	■	অ	জা	ত	শ	ত্রু
ব	স	তি	■	দু	■	ব	■
■	ব	■	বে	■	স	র	মা
প	রি	বে	দ	না	■	■	ধ
■	■	তা	■	■	দা	ন	ব
সু	দূ	র	প	রা	হ	ত	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৭৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১৫

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
50g
TURMERIC
FRESH N' PURE POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure INDIAN SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
8 February - 2016 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা